জিগ্নেশ শাহ এবং আরেকজন.

বনাম

ভারতের ইউনিয়ন এবং আরেকজন

(২০১৯ সালের ৪৫৫ নং রিট পিটিশন(দেওয়ানি))

সেপ্টেম্বর ২৫, ২০১৯

[আর. এফ. নরিম্যান, আর. সুভাষ রেড্ডি এবং সূর্যকান্ত, বিচারপতিগন]

অসামর্থ্য ও দেউলিয়া বিধি, ২০১৬: অনুচ্ছেদ ২৩৮ক – সীমাবদ্ধতা – আইবিসি-এর অধীন অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী আবেদনসমূহে সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর প্রয়োগ – ২০০৯ সালে এমসিএক্স, এমসিএক্স–ই এবং একটি আর্থিক পরিষেবা কোম্পানির মধ্যে শেয়ার ক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার দ্বারা উক্ত আর্থিক পরিষেবা কোম্পানি এমসিএক্স–ই এর ইকুইটি শেয়ার এমসিএক্স থেকে ক্রয়ের জন্য সম্মত হয় – এর পরিপ্রেক্ষিতে, এমসিএক্স-এর একটি গ্রুপ কোম্পানি এলএফ, উক্ত আর্থিক পরিষেবা কোম্পানিকে এক 'অঙ্গীকারপত্র' প্রদান করে, যাতে বলা হয়, বিনিয়োগের তারিখ থেকে এক বছরের পরে কিন্তু তিন বছরের মধ্যে, এমসিএক্স–এসএক্স এর শেয়ার ক্রয় করবে – উক্ত সময়সীমার অবসান ঘটে – ২০১২ সালে, আর্থিক পরিষেবা কোম্পানিটি তাদের পুরো শেয়ারধারিত অংশ এমসিএক্স–এসএক্স-এ বিক্রয়ের বিকল্প প্রয়োগ করে – তবে, এলএফ-এর বক্তব্য ছিল, উক্ত শেয়ারগুলো ক্রয়ের কোনো আইনগত বা চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা তাদের নেই – এলএফ কর্তৃক অঙ্গীকারপত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের জন্য আর্থিক পরিষেবা কোম্পানির দায়েরকৃত মামলা – হাইকোর্ট এলএফ-কে মামলার নিষ্পত্তি পর্যন্ত তার সম্পদ হস্তান্তর থেকে বিরত থাকার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদান করে – ২০১৬ সালে, আর্থিক পরিষেবা কোম্পানি এলএফ-এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অনুচ্ছেদ ৪৩৩(ঙ) অনুযায়ী দেউলিয়া মামলা দায়ের করে – তবে, আইবিসি, ২০১৬ প্রবর্তনের কারণে, দেউলিয়া মামলাটি অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী আবেদন হিসেবে এনসিএলটি-তে স্থানান্তরিত হয় – এনসিএলটি আবেদনটি গ্রহণ করে এই মর্মে যে, সীমাবদ্ধতার প্রতিবন্ধকতা প্রযোজ্য নয় – এলএফ-এর ভাগীদারদের আপিল – এনসিএলএটি তা খারিজ করে – আপিলে, রায় প্রদান: দেউলিয়া মামলা দায়েরের সীমাবদ্ধতা গণনার সূচনাবিন্দু হবে দেনার অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার তারিখ – যদিও এটি স্পষ্ট যে, দেউলিয়া কার্যক্রম একটি 'ইন রেম' কার্যক্রম এবং এটি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম নয়, তবুও দেউলিয়া মামলার সীমাবদ্ধতার সূচনাবিন্দু হবে অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার তারিখ – প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহ অনুযায়ী, ০৩.১১.২০১৫ তারিখে প্রদত্ত বৈধ বিজ্ঞপ্তিতে এলএফ-এর বাণিজ্যিক দেউলিয়াত্ব সম্পর্কিত কোনো তথ্য উল্লেখ ছিল না।

আইনগত বিজ্ঞপ্তিতে কেবল মামলার কার্যক্রম এবং ডিসেম্বর ২০১৩-তে অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা কর্তৃক জব্দের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে – কোম্পানির দেউলিয়াত্ব উল্লেখ করা হয়েছে, না প্রকৃত ঘটনাবলীতে বিদ্যমান – দেউলিয়া কার্যক্রম এনসিএলটি-তে স্থানান্তরিত হওয়ার পর, ফর্ম-১-এ দেনা পরিশোধে ব্যর্থতার তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ১৯.০৮.২০১২; যা স্পষ্ট করে দেয় যে, ওই তারিখ থেকে তিন বছর অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে যখন ২০১৬ সালে দেউলিয়া মামলা দায়ের করা হয় – সুতরাং, সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭-এ উল্লিখিত তিন বছরের সময়সীমার বাইরে হওয়ায় দেউলিয়া মামলাটি সময়সীমা অতিক্রান্ত এবং তা গ্রহণযোগ্য নয় – এনসিএলএটি-র আপত্তিকৃত রায় এবং এনসিএলটি-র রায় বাতিল করা হলো – সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ – অনুচ্ছেদ ১৩৭ – কোম্পানিসমূহের আইন, ১৯৫৬ – অনুচ্ছেদ ৪৩৩ এবং ৪৩৪।

২০১৯ সালের রিট পিটিশন (দেউয়ানি) নং ৪৫৫, বিশেষ অনুমতির আবেদন (২০১৯ সালের ডায়েরি নং ১৩৪৬৮), ২০১৯ সালের স্থানান্তর আবেদন (দেউয়ানি) নং ৮১৭ নিষ্পত্তি এবং দেউয়ানি আপিল (২০১৯ সালের ডায়েরি নং ১৬৫২১) মঞ্জুর করা, আদালত

আদেশঃ ১.১; একটি সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকা কারণের উপর ভিত্তি করে দায়েরকৃত পুনরুদ্ধারের মামলা কোনোভাবেই দেউলিয়া কার্যক্রমের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রতিকারকে প্রভাবিত করতে পারে না। আইনের দৃষ্টিতে, সময় গণনা শুরু হলে, তা কেবল সীমাবদ্ধতা আইনে নির্ধারিত পদ্ধতিতেই সম্প্রসারিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৮-এর অধীন দায় স্বীকার করলে অবশ্যই সীমাবদ্ধতার সময়সীমা সম্প্রসারিত হয়, কিন্তু পুনরুদ্ধারের মামলা, যা দেউলিয়া প্রতিকারের থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র একটি কার্যক্রম, কোনোভাবেই দেউলিয়া কার্যক্রম দায়েরের জন্য নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়সীমাকে প্রভাবিত করতে পারে না, কেবল দেনাটিকে জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে।

১.২) আর্থিক পরিষেবা কোম্পানিটি যুক্তিসঙ্গত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে আগস্ট ২০১২-তে উদ্ভূত কার্য-কারণ অনুসরণ করে, জুন ২০১৩-তে এলএফ-এর বিরুদ্ধে অঙ্গীকারপত্রের নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের জন্য মামলা দায়ের করে। যেটি উক্ত পক্ষের নিজের নিষ্ক্রিয়তা বা গাফিলতির কারণে হারানো হয়েছে, সেটি হলো দেউলিয়া মামলা দায়ের করা, যা উক্ত মামলার দায়েরের সূচনাবিন্দুর বহু পরে দায়ের করা হয়েছে; উক্ত সূচনাবিন্দু হলো আর্থিক পরিষেবা কোম্পানির প্রাপ্য দেনা, যার পরিশোধে ব্যর্থতা ঘটেছে।

১.৩) কোম্পানি সমূহের আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩(ঙ) এবং ধারা ৪৩৪ পাঠ করলে বোঝা যায় যে, সীমাবদ্ধতা গণনার সূচনাবিন্দু হলো যখন কোম্পানি তার দেনা পরিশোধে অক্ষম হয়, এবং ধারা ৪৩৪ একটি অনুমানমূলক বিধান, যা তিনটি পরিস্থিতি উল্লেখ করে, যেখানে একটি কোম্পানিকে ধারা ৪৩৩(ঙ)-এর অধীন "দেনা পরিশোধে অক্ষম" বলে গণ্য করা হবে। প্রথম পরিস্থিতিতে, যদি পাওনাদার, যাকে কোম্পানি এক লক্ষ টাকার অধিক অর্থ ঋণী, কোম্পানিকে উক্ত অর্থ পরিশোধে দাবি জানায়, এবং কোম্পানি তিন সপ্তাহের মধ্যে "পরিশোধে অবহেলা" করে, কিংবা পাওনাদারকে যুক্তিসংগত সন্তুষ্টির জন্য নিরাপত্তা প্রদান বা আপস করে না, তবে "পরিশোধে অবহেলা" উদ্‌ভূত হয়, যা স্পষ্টতই প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতার নির্দিষ্ট তারিখের উপর নির্ভর করে, যা প্রত্যেক মামলার তথ্যভিত্তিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। একইভাবে দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে, যদি কোনো আদালত বা ট্রাইবুনালের আদেশ বা ডিক্রির ভিত্তিতে কোম্পানির বিরুদ্ধে কার্যনিষ্পাদন বা অন্য কোনো প্রক্রিয়া জারি হয়, এবং তা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়, তবে কোম্পানির দায়িত্বে থাকা দেনাদারের বিরুদ্ধে ডিফল্ট ঘটে। এটিও আবার নির্দিষ্ট একটি তারিখ, যা প্রত্যেক মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে। এবং তৃতীয় পরিস্থিতিতে, ট্রাইবুনালকে "সন্তোষজনকভাবে" প্রমাণ করতে হয় যে কোম্পানি তার দেনা পরিশোধে অক্ষম। এই ক্ষেত্রে সূচনাবিন্দু হলো সেই তারিখ, যেদিন ডিফল্ট সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে কোম্পানি তার দেনা পরিশোধে অক্ষম হয়েছে। এটিও একটি নির্দিষ্ট তারিখ, যা প্রত্যেক মামলার তথ্য দ্বারা প্রমাণযোগ্য। অতএব, কোম্পানিসমূহের আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩(ঙ) ও ধারা ৪৩৪ একত্রে পাঠ করলে বোঝা যায় যে, ধারা ৪৩৩(ঙ)-এর অধীন দেউলিয়া মামলা দায়েরের সীমাবদ্ধতার জন্য সূচনাবিন্দু হবে ধারা ৪৩৪-এ উল্লিখিত তিনটি পরিস্থিতির যেকোনো একটিতে দেনা পরিশোধে ডিফল্ট সংঘটনের তারিখ।

১.৪) দেউলিয়া মামলায় কোথাও অভিযোগ করা হয়নি যে, যে কোম্পানিকে দেউলিয়া ঘোষণা করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটি তার মৌলিক ভিত্তি হারিয়েছে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে লাভজনক হওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা নেই, কিংবা এটি বলা যায় না যে কোম্পানিটি তার ব্যবসা পরিত্যাগ করেছে এবং সেই কারণে তার দেনা পরিশোধে অক্ষম। অপরদিকে, যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো – একটি কোম্পানির পক্ষে এই কথা বলা গ্রহণযোগ্য নয় যে, একটি দেনা অস্বীকৃত নয়, কোম্পানির সেই দেনা পরিশোধের সক্ষমতা আছে, কিন্তু তবুও সে দেনা পরিশোধ করবে না। একইভাবে, যেখানে একটি দেনা স্পষ্টভাবে পাওনাদারের প্রাপ্য, কিন্তু দেনার নির্দিষ্ট অঙ্ক নিয়ে বিতর্ক আছে, সেই ক্ষেত্রেও কোম্পানিকে দেনা পরিশোধে অক্ষম বলে গণ্য করা হবে।

যেকোনো মামলায় দেখতে হবে যে দেনাটি প্রকৃতপক্ষে (সৎ বিশ্বাসে) বিতর্কিত কি না। যদি হয়, তবে আর কিছু বিবেচনা না করেই দেউলিয়া মামলাটি খারিজ হয়ে যাবে। এই পর্যায়ে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। সীমাবদ্ধতার সূচনাবিন্দু হলো কোম্পানির তার দেনা পরিশোধে অক্ষমতা। নিঃসন্দেহে, এই সূচনাবিন্দু তখনই ঘটে, যখন ডিফল্ট হয়, এবং তার পর দেনা বাকি থেকে যায় ও পরিশোধ করা হয় না। কেবল এই তারিখটিই দেউলিয়া মামলা দায়েরের সীমাবদ্ধতা সূচনার জন্য প্রাসঙ্গিক। যদিও এটি স্পষ্ট যে দেউলিয়া কার্যক্রম একটি 'ইন রেম' কার্যক্রম এবং এটি কোনো পুনরুদ্ধার কার্যক্রম নয়, তবুও, দেউলিয়া মামলার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার সূচনাবিন্দু হবে ডিফল্টের তারিখ। বাণিজ্যিক দেউলিয়াত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন আসে কোম্পানিসমূহের আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৪(১)(গ)-এর আওতায় আসা মামলাগুলিতে, যেখানে প্রথমে দেনা প্রমাণ করতে হয়, এরপর আদালত অন্যান্য পাওনাদারদের মতামত ও কোম্পানির সামগ্রিক বাণিজ্যিক সক্ষমতা বিবেচনা করে। সেই পর্যায়ে আদালত নির্ধারণ করে যে কোম্পানিটি বাণিজ্যিকভাবে দেউলিয়া কি না, যখন এটি দেউলিয়া মামলাটি গৃহীত হবে কি না, সে বিষয়ে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু ধারা ৪৩৩(ঙ)-এর অধীন দায়েরকৃত মামলাগুলির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয় সেই সময়, যখন ডিফল্ট ঘটে, কারণ সেই মুহূর্তেই দেনা পরিশোধযোগ্য হয়ে যায়। এই কারণে, সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্যে কার্যকারণের সূত্রপাত হিসেবে বাণিজ্যিক দেউলিয়াত্ব বা কোম্পানির ভিত্তি হারানো অন্তর্ভুক্ত হবে — এ কথা বলা যায় না।

১.৫) সফটসুল (পি) লিমিটেড, রি মামলায় কোম্পানিসমূহের আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩(ক)-এর অধীন দায়েরকৃত দেউলিয়া মামলার আইনি অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে প্রধান পরীক্ষা হলো: কোনো দেনা যদি কোম্পানির দ্বারা প্রকৃত (সৎ বিশ্বাসে) বিতর্কিত হয়, তাহলে দেউলিয়া মামলা কোনো বৈধ উপায় হতে পারে না উক্ত দেনা আদায়ের। যদি এমন কোনো প্রকৃত বিতর্ক না থাকে, তবে মামলাটি গৃহীত হতে পারে। একইভাবে, যদি দেনাটি প্রকৃতভাবে বিতর্কিত হয়, তবে কোম্পানিসমূহের আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৪(১)(ক)-এর অন্তর্ভুক্ত "পরিশোধে অবহেলা" অর্থে তা ধর্তব্য হবে না, ফলে সেই অনুমানমূলক বিধান প্রযোজ্য হবে না। উপরন্তু, একবার যদি প্রকৃত বিতর্ক উপস্থিত থাকে, তবে উক্ত দেনা আর "প্রাপ্য" নয়। হাইকোর্ট যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছে যে, কোম্পানিটি বাণিজ্যিকভাবে দেউলিয়া কি না, এটি নির্ধারণের একটি বিষয় হলো — কোম্পানিটি তার দেনা পরিশোধে সক্ষম কি না।

সোফিসুলে (পি) লিমিটেড, রি (১৯৭৭) ৪৭ কম্প ক্যাস ৪৩৮ (বোম)-অনুমোদিত।

১.৬) এমনকি এই মামলার প্রকৃত ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতেও, দেউলিয়া মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে, উত্তরদাতা কোম্পানিকে এই মর্মে চূড়ান্ত দাবি জানানো হয় যে, অঙ্গীকারপত্রের শর্তাবলী অনুযায়ী উত্তরদাতা কোম্পানির প্রয়োজনীয় শেয়ার ক্রয় করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এবং এই চূড়ান্ত দাবি জানানো হয় ৭ই জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে। এই তারিখে, সর্বশেষ হলেও, অনুচ্ছেদ ৪৩৩(ঙ)-এর অধীনে দেউলিয়া মামলা দায়েরের কার্যকারণ স্পষ্টভাবেই উদ্ভূত হয়। এছাড়াও, ৩রা নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রদানকৃত আইনগত বিজ্ঞপ্তিতে এলএফ-এর বাণিজ্যিক দেউলিয়াত্ব সম্পর্কে কোনো তথ্য উল্লেখ নেই। উক্ত আইনগত বিজ্ঞপ্তিতে কেবলমাত্র মামলার কার্যক্রম এবং ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ই.ও.ডব্লিউ কর্তৃক সম্পন্ন সম্পত্তি জব্দের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে, যা বহু পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। দেউলিয়া মামলার আবেদনে যা বলা হয়েছে, তা হলো ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে এলএফ-এর সম্পত্তির মূল্য প্রায় ২০০ কোটি টাকা হয়েছে — যা আবার ৩রা নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, যেদিন আইনগত বিজ্ঞপ্তিটি প্রদান করা হয়েছিল। এই উক্তি কেবল আদালতের একজন কর্মকর্তা, অফিসিয়াল লিকুইডেটর নিয়োগের উদ্দেশ্যে, যাতে তিনি উত্তরদাতা কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন এবং কোম্পানির সম্পত্তি নিরাপদ রাখতে পারেন। আবেদনে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনাবলীর বা অন্য কোনো ঘটনার কারণে কোম্পানির মূল ভিত্তি ধ্বংস হয়ে গেছে, কিংবা কোম্পানি অন্য কোনোভাবে বাণিজ্যিকভাবে দেউলিয়া হয়েছে। অতএব, এটি স্পষ্ট যে, প্রকৃত ঘটনা অনুযায়ীও, কোম্পানির মূল ভিত্তি বিলুপ্ত হয়েছে বা কোম্পানির বাণিজ্যিক দেউলিয়াত্ব সংঘটিত হয়েছে — এমন কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। অপরদিকে, ফর্ম–১-এ, যখন দেউলিয়া কার্যক্রম এনসিএলটি-তে স্থানান্তর করা হয়, সেখানে যথাযথভাবে বলা হয়েছে যে ডিফল্টের তারিখ হলো ১৯শে আগস্ট, ২০১২; যা স্পষ্ট করে দেয় যে, উক্ত তারিখ থেকে তিন বছরের সময়সীমা অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়েছিল, যখন ২১শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে অনুচ্ছেদ ৪৩৩(ঙ)-এর অধীনে দেউলিয়া মামলা দায়ের করা হয়।

১.৭) ২১শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে দায়েরকৃত দেউলিয়া মামলা, সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭-এ উল্লিখিত তিন বছরের সময়সীমার বাইরে হওয়ায়, তা সময়সীমা অতিক্রান্ত এবং অতএব, এটি আর কোনোভাবে আগাতে পারে না। সুতরাং, এনসিএলএটি-এর আপত্তিকৃত রায় এবং এনসিএলটি-এর রায় বাতিল করা হলো।

রাজেন্দ্র সিং এবং ওরস বনাম সান্তা সিং এবং অন্যান্যরা (১৯৭৩) ২ এস. সি. সি ৭০৫: [১৯৭৪] ১ এস. সি. আর ৩৮১-এর উপর নির্ভরশীল।

বি.কে. এডুকেশনাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম পারাগ গুপ্ত অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস [(২০১৮) এস সি সি অনলাইন ১৯২১] ; এম.পি. স্টিল কর্পোরেশন বনাম সি.সি.ই. [(২০১৫) ৭ এস সি সি ৫৮] ; হরিওম ফায়ারস্টক লিমিটেড বনাম সানজাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড [(১৯৯৯) ৯৬ কোম্পানি মামলা ৩৪৯] ; ফেরো অ্যালয়স কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম রাজহংস স্টিল লিমিটেড [(২০০০) কোম্পানি মামলা ৪২৬] ; রামেশ্বর প্রসাদ কেজরিওয়াল অ্যান্ড সন্স লিমিটেড বনাম এম/এস গড়োডিয়া হার্ডওয়্যার স্টোরস [(২০০২) ১০৮ কোম্পানি মামলা ১৮৭] ; ড. দীপঙ্কর চক্রবর্তী বনাম এলাহাবাদ ব্যাংক ও অন্যান্যরা [(২০১৭) এস সি সি অনলাইন ক্যাল ৮৭৪২] ; ইন্দো অ্যালুসিস ইন্ডাস্ট্রিজ বনাম অ্যাসোটেক কন্ট্র্যাক্টস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড [(২০০৯) ১১০ ডি.আর.জে. ৩৮৪] ; এম/এস মধুসূদন গোরধনদাস অ্যান্ড কোং বনাম মধু উলেন ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড [(১৯৭১) ৩ এস সি সি ৬৩২ : [১৯৭২] ২ এস সি আর ২০১] ; প্রদেশীয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইউ.পি. বনাম নর্থ ইন্ডিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড এবং আরেকজন [(১৯৯৪) ৩ এস সি সি ৩৪৮] ; মেডিকুইপ সিস্টেমস (প্রা.) লিমিটেড বনাম প্রক্সিমা মেডিকেল সিস্টেম জিএমবিএইচ [(২০০৫) ৭ এস সি সি ৪২ : [২০০৫] ২ এস সি আর ১০১৫] ; রি: এম/এস: ভীমজি নানজি অ্যান্ড কোং [(১৯৬৯) মহারাষ্ট্র ল.জে. ৮২৭] – উল্লেখ করা হয়েছে।

বোর্ড অফ রিজেন্টস অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অফ দ্য স্টেট অফ নিউ ইয়র্ক ও অন্যান্য বনাম মেরি টোমানিও [১০০ এস. সি. টি. ১৭৯০] ; মার্তিজা আলামো–হর্নেডো বনাম জুয়ান কার্লোস পুইগ ও হোসে পেরেজ–রিয়েরা [৭৪৫ এফ. ৩ডি ৫৭৮] ; রি: কার্নোস প্রপার্টি কোং লিমিটেড [(১৯৮৯) ৫ বি.সি.সি. ১৪] – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

(২০১৮) এস.সি.সি. অনলাইন ১৯২১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৫
(২০০০) কোম্পানি কেস ৪২৬	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১২
(১৯৯৯) ৯৬ কোম্পানি কেস ৩৪৯	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১১
(২০০০) কোম্পানি কেস ৪২৬	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১২
(২০০২) ১০৮ কোম্পানি কেস ১৮৭	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৩
(২০১৭) এস.সি.সি. অনলাইন ক্যাল. ৮৭৪২	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
(২০০৯) ১১০ ডি.আর.জে. ৩৮৪	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৫
(১৯৬৯) মহা. ল. জ. ৮২৭	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২০
[১৯৭৪] ১ এস.সি.আর. ৩৮১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১
[১৯৭২] ২ এস.সি.আর. ২০১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৩
[১৯৯৪] ১ এস.সি.আর. ৮১৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৬
[২০০৫] ২ এস.সি.আর. ১০১৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৭
(১৯৭৭) ৪৭ কোম্পানি কেস ৪৩৮	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ২৮

দেউয়ানি মূল/আপিল এক্তিয়ারঃ ২০১৯ সালের ৪৫৫ নং রিট পিটিশন(দেউয়ানি)।

[ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে।]

সঙ্গে

২০১৯-এর ৮১৭ নং টি. পি. (সি), ২০১৯-এর ৬৪৫ নং ডব্লিউ. পি. (সি), ২০১৯-এর সি. এ. নম্বর ৭৬১৮-৭৬১৯ , ২০১৯-এর ডায়েরি নম্বর ১৩৪৬৮।

ড. এ. এম. সিংভি, নীরজ কিশন কৌল, বিজ্ঞ আইনজীবী, রাজীব রাহেজা, সুশ্রী লিজ ম্যাথিউ, মহেশ আগরওয়াল, অরবিন্দ লাখাওয়াত, অঙ্কুর সাইগল, হিমাংশু সতিজা, সুশ্রী প্রিয়াঙ্কা ভোরা, ই. সি. আগরওয়ালা, শৈশির এস. দিবাতিয়া, সমর কচওয়া, সুশ্রী ডেনড্রি নিয়োগী, সুশ্রী সি. পারওয়ানি, নবনীত আর., সুশ্রী সুনালী জৈন, সুশ্রী নমিষা চাড্ডা, সুশ্রী পৃথা সুরি, নিশান্ত রাও, সুশ্রী দীক্ষা রাই, সুশ্রী পলক মাহাজন, বৈভব মনু শ্রীবাস্তব, অনীশ আর. শাহ, উপস্থিত পক্ষসমূহের পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন

আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি

ডব্লিউ.পি.(সি) নং ৬৪৫ এর ২০১৯

১) রিট পিটিশন(দেউয়ানি) নং ৬৪৫ এর ২০১৯-এ উত্থাপিত বিষয়সমূহ রিট পিটিশন(দেউয়ানি) নং ৪৫৫ এর ২০১৯ ও তার অন্যান্য সংযুক্ত মামলাগুলির তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব, এই রিট পিটিশনটিকে রিট পিটিশন(দেউয়ানি) নং ৪৫৫ এর ২০১৯ থেকে পৃথক করা হলো। রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এই রিট পিটিশনটিকে পৃথকভাবে তালিকাভুক্ত করতে।

ডব্লিউ.পি.(সি) নং ৪৫৫ অব ২০১৯ এবং দেউয়ানি আপিল (ডায়েরি নং ১৬৫২১ এর ২০১৯)

২) বিলম্ব ক্ষমা করা হলো। দেউয়ানি আপিল (ডায়েরি নং ১৬৫২১ এর ২০১৯) গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হলো।

৩) রিট পিটিশন(দেউয়ানি) নং ৪৫৫ এর ২০১৯ এবং দেউয়ানি আপিল (ডায়েরি নং ১৬৫২১ এর ২০১৯) যথাক্রমে শ্রী জিগনেশ শাহ ও সুশ্রী পুষ্পা শাহ কর্তৃক দায়ের করা হয়েছে, যাঁরা উভয়েই *লা-ফিন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড* (এরপর থেকে "লা-ফিন")-এর ভাগীদার।

"এই আবেদনদ্বয়ে *ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল,* মুম্বাই বেঞ্চ (এরপর থেকে "এনসিএলটি") কর্তৃক *আইএলঅ্যান্ডএফএস ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড* (এরপর থেকে "আইএলঅ্যান্ডএফএস") কর্তৃক *লা-ফিন*-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি দেউলিয়া কার্যধারা গ্রহণ করার আদেশকে বিরোধিতা জানানো হয়েছে। উক্ত দেউলিয়া আবেদনটি *বোম্বে উচ্চ আদালত* (এরপর থেকে "বোম্বে হাইকোর্ট") -এ দায়ের করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে *এনসিএলটি*-তে স্থানান্তরিত হয় এবং *দেউলিয়া ও দায় পুনর্গঠন বিধিমালা, ২০১৬* (এরপর থেকে "আইন") এর অধীন অনুচ্ছেদ ৭ অনুসারে শুনানি গ্রহণ করা হয়।

৪) রিট পিটিশন (দেউয়ানি) নং ৪৫৫ এর ২০১৯ এবং তার সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিতে উদ্‌ভূত সংকীর্ণ বিরোধটি বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী নিম্নরূপঃ

(i) ২০শে আগস্ট, ২০০৯ তারিখে, মাল্টি–কমোডিটি এক্সচেঞ্জ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এখানে "এমসিএক্স" নামে উল্লেখিত), এমসিএক্স স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (এখানে "এমসিএক্স–এসএক্স" নামে উল্লেখিত) এবং আইএলঅ্যান্ডএফএস-এর মধ্যে একটি শেয়ার ক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার মাধ্যমে আইএলঅ্যান্ডএফএস, এমসিএক্স–এসএক্স-এর ৪৪২ লক্ষ ইকুইটি শেয়ার এমসিএক্স থেকে ক্রয় করতে সম্মত হয়।

(ii) এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, এমসিএক্স-এর একটি গ্রুপ কোম্পানি লা–ফিন, ২০শে আগস্ট, ২০০৯ তারিখে আইএলঅ্যান্ডএফএস-কে একটি 'অঙ্গীকারপত্র' প্রদান করে (এখানে "অঙ্গীকারপত্র" নামে উল্লেখিত), যাতে বলা হয় যে, লা–ফিন বা তার মনোনীত কোনো ব্যক্তি, বিনিয়োগের তারিখ থেকে এক বছরের পরে কিন্তু তিন বছরের মধ্যে, আইএলঅ্যান্ডএফএস-এর কাছ থেকে এমসিএক্স–এসএক্স-এর শেয়ারগুলি ক্রয় করার প্রস্তাব দেবে। প্রকৃত ঘটনাবলীতে, এই তিন বছরের সময়সীমা আগস্ট, ২০১২-তে শেষ হয়।

(iii) অতএব, আইএলঅ্যান্ডএফএস, ৩রা আগস্ট, ২০১২ তারিখে একটি চিঠির মাধ্যমে, এমসিএক্স–এসএক্স-এ তাদের পুরো শেয়ার বিক্রয়ের বিকল্প প্রয়োগ করে এবং অঙ্গীকারপত্র অনুযায়ী উক্ত শেয়ার ক্রয়ের জন্য লা–ফিন-কে আহ্বান জানায়। ১৬ই আগস্ট, ২০১২ তারিখে, লা–ফিন উত্তর দেয় যে, উক্ত শেয়ার ক্রয় করার জন্য তাদের কোনো আইনগত বা চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা নেই।

(iv) এরপর, উভয় পক্ষের মধ্যে চিঠিপত্র চালাচালি চলতে থাকে, এবং পরিশেষে, ১৯শে জুন, ২০১৩ তারিখে আইএলঅ্যান্ডএফএস বোম্বে উচ্চ আদালতে দেউয়ানি মামলা নং ৪৪৯ অব ২০১৩ দায়ের করে, যাতে লা–ফিন অঙ্গীকারপত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হয় বা বিকল্পভাবে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। এটি উল্লেখযোগ্য যে, মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, মামলার কার্যকারণ উদ্‌ভূত হয়েছে ১৬ই আগস্ট, ২০১২ তারিখে, অর্থাৎ যেদিন লা–ফিন তাদের অঙ্গীকারপত্র অনুযায়ী বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করে।

(v) ২০১৪ সালের ১৩ই অক্টোবর বোম্বে হাইকোর্টের একজন বিজ্ঞ একক বিচারক লা-ফিনকে মামলা নিষ্পত্তির জন্য তার সম্পত্তি হস্তান্তর করা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, যা মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন মুম্বাই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (এরপরে "ইওডাব্লু" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দ্বারা লা-ফিনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সাপেক্ষে। এই আদেশের বিরুদ্ধে একটি আপিল ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এ বোম্বে হাইকোর্টের একটি যুগ্ম বেঞ্চ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল।

(vi) ৩রা নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে, কোম্পানিসমূহ আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩ এবং ৪৩৪-এর অধীন একটি বৈধ বিজ্ঞপ্তি আইএল অ্যান্ড এফএস কর্তৃক লা-ফিন -কে জারি করা হয়, যেখানে ইওডব্লিউ কর্তৃক জব্দের উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় যে লা-ফিন স্পষ্টতই এমন আর্থিক অবস্থায় নেই যে ৩১শে অক্টোবর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত তাদের প্রতি প্রাপ্য ২,৩২৫,০০,০০০/- টাকা পরিশোধ করতে পারে। ১৮ই নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে, উক্ত বিজ্ঞপ্তিতের প্রেক্ষিতে লা-ফিন একটি ত্বরিত জবাব প্রদান করে, যেখানে বিচারাধীন মামলার কথা উল্লেখ করে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে যে কোনো অর্থ প্রাপ্য বা পরিশোধযোগ্য। জবাবে আরও বলা হয় যে লা-ফিন বাণিজ্যিকভাবে সুদৃঢ় এবং কোম্পানিসমূহ আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩ ও ৪৩৪ অনুসারে জারি করা উক্ত বৈধ বিজ্ঞপ্তিটি কেবলমাত্র একটি চাপ সৃষ্টির কৌশলমাত্র।

(vii) ২১শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে, আইএল অ্যান্ড এফএস লা-ফিন-এর বিরুদ্ধে বোম্বে উচ্চ আদালতে কোম্পানিসমূহ আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩(ঙ)-এর অধীন একটি দেউলিয়া সংক্রান্ত আবেদন (অতঃপর যাকে "দেউলিয়া আবেদন" বলা হবে) দায়ের করে।

(viii) ১লা ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে, কোড (ইনসোলভেন্সি ও দেউলিয়া সংহিতা) কার্যকর হয়, এবং ফলস্বরূপ, ইনসোলভেন্সি ও দেউলিয়া (আবেদনে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন) বিধিমালা, ২০১৬ অনুসারে উক্ত দেউলিয়া আবেদনটি কোডের ধারা ৭-এর অধীন একটি আবেদন হিসেবে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইবুনালে (এনসিএলটি)-তে স্থানান্তর করা হয়। উক্ত বিধিমালার অধীন নির্ধারিত ফর্ম, অর্থাৎ ফর্ম-১, আইএল অ্যান্ড এফএস দ্বারা পূরণ করা হয় যেখানে ডিফল্টের তারিখ হিসেবে ১৯শে আগস্ট, ২০১২ উল্লেখ করা হয়।

(ix) ২৮শে আগস্ট, ২০১৮ তারিখে, এনসিএলটি উক্ত দেউলিয়া আবেদনকে কোডের ধারা ৭ অনুসারে একটি আবেদন হিসেবে গ্রহণ করে, এবং শেয়ার ক্রয় চুক্তি ও অঙ্গীকারপত্র পাঠ করে জানায় যে, লা-ফিন প্রকৃতপক্ষে একটি আর্থিক ঋণে আবদ্ধ হয়েছে।

জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল (এরপর থেকে যাকে "এনসিএলএটি" বলা হবে) ২১শে জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের এক আদেশের মাধ্যমে শ্রী যতীনের শাহ কর্তৃক উক্ত স্বীকৃতি আদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিল খারিজ করে দেয়, এই মর্মে একমত হয়ে যে, এনসিএলটি'র মতে উক্ত লেনদেনটি "আর্থিক ঋণ"-এর অন্তর্ভুক্ত হবে বিধির অধীন এবং সীমাবদ্ধতার প্রতিবন্ধকতা প্রযোজ্য হবে না, কারণ দেউলিয়া মামলা দায়ের করা হয়েছিল সেই তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে, যেদিন বিধিটি কার্যকর হয়, অর্থাৎ ১লা ডিসেম্বর, ২০১৬।

(x) শ্রীমতী পুষ্পা শাহ এই আদেশগুলির বিরুদ্ধে বোম্বে উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন, যেটিতে বিধির কিছু ধারার বৈধতাবিরোধিতা করা হয়, যা আমাদের সরাসরি প্রাসঙ্গিক নয়। এরপর ৪ঠা এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে এই আদালতে রিট পিটিশন (দেউয়ানি) নং ৪৫৫ অব ২০১৯ দায়ের করা হয় বিধির কিছু ধারা এবং এনসিএলটি ও এনসিএলএটি-র আদেশগুলির সাংবিধানিক বৈধতা বিরোধিতা করে, যার পর দেউয়ানি আপিল (ডায়েরি নং ১৬৫২১ অব ২০১৯) ও দায়ের করা হয় এনসিএলএটি-র আদেশের বিরুদ্ধে বিধির ধারা ৬২-এর অধীনে।

৫) ড. অভিষেক মনু সিংভি,প্রবীণ বিজ্ঞ আইনজীবী যিনি আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তিনি মামলার গুণগত বিষয়ে যাননি, বরং কেবল আইএলএন্ডএফএস-এর বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধতার বিধিবদ্ধ প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। প্রবীণ বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, এই আদালতের বি.কে. এডুকেশনাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম পরাগ গুপ্তা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস [২০১৮ এস সি সি অনলাইন ১৯২১] মামলার রায়ের পর এটা স্পষ্ট যে সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ (যাকে এরপর থেকে "সীমাবদ্ধতা আইন" বলা হবে) বিধির অধীনে দায়ের করা সকল ধারা ৭ আবেদনগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং সীমাবদ্ধতা আইনের অবশিষ্ট অনুচ্ছেদ, অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ১৩৭ এই মামলার প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য হবে। যেহেতু দেউলিয়া মামলা যা এনসিএলটি-তে স্থানান্তরিত হয়েছে, তা দায়ের করা হয়েছিল ২১শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে, যা তিন বছরের নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে (কারণ কারণের উদ্ভব ঘটেছিল আগস্ট, ২০১২ সালে), সেহেতু এটা স্পষ্ট যে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩ অনুযায়ী দায়ের করা একটি সময়োত্তীর্ণ দেউলিয়া মামলা হঠাৎ করে পুনরুজ্জীবিত হয়ে একটি ধারা ৭ আবেদন হয়ে উঠতে পারে না কেবলমাত্র সেই মামলার স্থানান্তরের মাধ্যমে। তিনি বি.কে. এডুকেশনাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (উপরোক্ত) মামলার উপর গুরুতরভাবে নির্ভর করেছেন, যেটি তাঁর মতে, এই মামলার ক্ষেত্রে সরাসরি প্রযোজ্য। এছাড়াও, তিনি উচ্চ আদালতের রায়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রায় এবং একটি ইংরেজ রায়ের উপর নির্ভর করেছেন এই মত প্রতিষ্ঠার জন্য যে, একটি নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের মামলা দায়ের করলেই দেউলিয়া মামলার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়সীমা কোনোভাবেই প্রভাবিত হবে না, যেহেতু দেউলিয়া আবেদন একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক প্রতিকার এবং তা নিজস্ব ভিত্তির উপরই টিকে থাকতে হবে অথবা ভেঙে পড়বে।

তিনি আমাদেরকে ধৈর্যসহকারে আইএলএন্ডএফএস কর্তৃক প্রেরিত কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩ ও ৪৩৪-এর অধীন প্রেরিত বৈধ বিজ্ঞপ্তি এবং আইএলএন্ডএফএস কর্তৃক দায়েরকৃত দেউলিয়া মামলার মাধ্যমে পরিচালিত করেন এবং এই বিষয়ে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন যে, ফর্ম-১ (যা আইএলএন্ডএফএস উক্ত দেউলিয়া মামলা এনসিএলটি-তে স্থানান্তরের জন্য পূরণ করেছিল) তাতেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে ডিফল্টের তারিখ ছিল ১৯শে আগস্ট, ২০১২, যা স্পষ্টভাবে দেখায় যে দেউলিয়া মামলা, যেহেতু কারণের উদ্ভবের তিন বছরের পরে দায়ের করা হয়েছে, তাই এটি সময়োত্তীর্ণ ছিল।

৬) অপরপক্ষে, শ্রী নীরজ কিশন কৌল, যিনি উত্তরদাতাগণ আইএলএন্ডএফএস-এর পক্ষে প্রবীণ বিজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, তিনি যুক্তি দেন যে মামলার কারণ এবং দেউলিয়া মামলার কারণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। তিনি বলেন, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে কোনো ঋণ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে দেউলিয়া মামলা দায়ের করা যায় না, বরং এটি একটি 'ইন রেম' প্রক্রিয়া, যা সেই কোম্পানির বাণিজ্যিক দেউলিয়াত্বকে বোঝায় যাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে। অতএব, প্রবীণ বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, দেউলিয়া মামলা দায়ের করার কারণ কেবল ২০১৫/২০১৬ সালে উদ্ভূত হয়, যখন শ্রী যতীন শাহ (যিনি আমাদের সামনে আবেদনকারী) গ্রেপ্তার হন; যখন লা-ফিন-এর সম্পত্তি জব্দ করা হয়; এবং দেউলিয়া মামলায় উল্লেখিত অনুসারে, যখন লা-ফিন-এর সম্পত্তির মূল্য ২০১৩ সালে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে মাত্র ২০০ কোটি টাকায় নেমে আসে। তিনি এই যুক্তিকে সমর্থন করার জন্য একাধিক রায়ের ওপর নির্ভর করেন। তাঁর মতে, ১৯শে জুন, ২০১৩ তারিখে আইএলএন্ডএফএস কর্তৃক "লেটার অফ আন্ডারটেকিং"-এর নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য দায়েরকৃত মামলাটি তার মক্কেলের কাছে ঋণ জীবিত রেখেছিল এবং অতএব, ঐ ঋণ জীবিত থাকা অবস্থায় দায়ের করা দেউলিয়া মামলা সময়মতো হয়েছে, যদিও তা ঐ মামলার পরে দায়ের করা হয়েছে। তাঁর মতে, যাই হোক না কেন, সীমাবদ্ধতা যেহেতু একটি বাস্তব ও আইনের মিশ্র প্রশ্ন, সর্বোচ্চ হলে বিষয়টি এনসিএলটি-তে পুনরায় পাঠানো উচিত, যাতে তারা এই মিশ্র প্রশ্নটি নির্ধারণ করতে পারে।

৭) পক্ষদ্বয়ের প্রবীণ বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ করার পর, প্রথমেই এই আদালতের বি.কে. এডুকেশনাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (উপরোক্ত) মামলার সিদ্ধান্তের দিকে নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে বিধির ধারা ২৩৮ক উল্লেখ করা হয়েছিল, যা নিম্নরূপঃ

"২৩৮ক) সীমাবদ্ধতা— সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সালের ৩৬ নম্বর আইন) এর বিধানাবলি, যথাসম্ভব, বিচারকারী কর্তৃপক্ষ, জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল, ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল অথবা ঋণ পুনরুদ্ধার আপিল ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম বা আপিলসমূহে প্রযোজ্য হবে, যেটি প্রযোজ্য হয়।"

৮) উক্ত রায়ের অনুচ্ছেদ ৭-এ মার্চ, ২০১৮ তারিখের দেউলিয়া আইন কমিটির প্রতিবেদনকে নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল:

"৭) উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ করার পর, প্রথমে কোডে ধারা ২৩৮ক সংযোজনের উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এটি মার্চ, ২০১৮ তারিখের দেউলিয়া আইন কমিটির প্রতিবেদনে নিম্নরূপভাবে পাওয়া যায়:

২৮) সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ প্রয়োগ

২৮.১) সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ ("সীমাবদ্ধতা আইন") কোডে প্রযোজ্য কিনা, এই প্রশ্নটি এনসিএলটি ও এনসিএলএটি -এর একাধিক রায়ে আলোচিত হয়েছে। এই বিষয়ে বিদ্যমান বিচারিক রীতিনীতি নির্দেশ করে যে, যদি কোনো আইন একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হয়, তাহলে সীমাবদ্ধতা আইনের স্পষ্ট বা প্রয়োজনীয় বর্জনকে সম্মান জানানো উচিত। এই বিষয়ে বিভ্রান্তি থাকায়, কমিটি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে মত প্রকাশ করে যে, কোডের উদ্দেশ্য কখনোই সময়ের সীমা অতিক্রান্ত ঋণসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার নয়। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে, যখন কোনো ঋণ সীমাবদ্ধতার দ্বারা রুদ্ধ হয়, তখন প্রতিকার পাওয়ার অধিকারটি সময়োপযোগী না থাকার কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই বিষয়টি কোডে 'ঋণ' এবং 'দাবি'র সংজ্ঞার সঙ্গে পাঠ করা প্রয়োজন। উপরন্তু, লিকুইডেশন বা লঘুকরণ প্রক্রিয়ায় ঋণসমূহ সময়ের দ্বারা রুদ্ধ হতে পারে না এবং এই আইনি নীতিকে কোডে প্রয়োগ না করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

২৮.২) তদ্ব্যতীত, সীমাবদ্ধতা আইন প্রয়োগ না করার ফলে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা দেয়: প্রথমত, এটি আর্থিক ও কার্যনির্বাহী ঋণদাতাদের জন্য সময়োত্তীর্ণ ঋণের ভিত্তিতে কর্পোরেট দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু করার অধিকার পুনরায় উন্মুক্ত করে দেয়, যার প্রাথমিক শর্ত হলো এক লক্ষ টাকার ঋণে ডিফল্ট। সীমাবদ্ধতা আইনের উদ্দেশ্য হলো "যা দীর্ঘদিন ধরে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে অধিগৃহীত হয়েছে, অথবা যা কোনো পক্ষের নিজের অবহেলা, অক্রিয়তা বা বিলম্বে হারিয়ে গেছে, তার প্রতি বিরূপতা বা বিঘ্ন সৃষ্টি রোধ করা।" যদিও কোডটি একটি ঋণ পুনরুদ্ধার আইন নয়, তথাপি "ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা"কে শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করায় সীমাবদ্ধতা আইনকে বাদ দেওয়া একটি অস্বাভাবিক ও বোধবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, এটি দাবিদারদের জন্য (যারা একটি পাবলিক বিজ্ঞপ্তিতের ভিত্তিতে দাবি দাখিল করে) সময়োত্তীর্ণ দাবি ইন্টারিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল/রেজোলিউশন প্রফেশনালের কাছে দাখিল করার অধিকার পুনরায় চালু করে দেয়, যা সম্ভাব্যভাবে রেজোলিউশন পরিকল্পনার অংশ হতে পারে। এ ধরনের রেজোলিউশন পরিকল্পনা যা সময়োত্তীর্ণ ঋণ ও দাবির পুনর্গঠন করে, তা কোডের ধারা ৩০(৪)-এর অধীন কার্যরত প্রচলিত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে।

২৮.৩) যেহেতু উদ্দেশ্য ছিল না যে, যারা প্রচলিত আইনের অধীনে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়সীমার মধ্যে প্রতিকার গ্রহণ করেনি, তাদের জন্য ঋণদাতা ও দাবিদারদের নতুন সুযোগ হিসেবে কোডকে উপস্থাপন করা হবে, সেই কারণে কমিটি এই উপসংহারে পৌঁছেছিল যে, কোডে সীমাবদ্ধতা আইন প্রয়োগ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ধারা সংযোজন করা যুক্তিসঙ্গত হবে। সীমাবদ্ধতা আইনের অধীন প্রযোজ্য এন্ট্রি বা বিধানটি ক্ষেত্রবিশেষে পৃথক হতে পারে। আরও উল্লেখ করা হয় যে, সীমাবদ্ধতা আইন কর্পোরেট আবেদনকারীদের আবেদনসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে, কারণ এই আবেদনসমূহ ঋণদাতার প্রতিকারের রূপে নয়, বরং কর্পোরেট দেউলিয়া প্রক্রিয়া -এর উদ্দেশ্যে আবেদনকারীর নিজের ঋণের জন্য করা হয়ে থাকে।"

(গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)

৯) ২০১৬ সালের কোম্পানি (অবশিষ্ট বিচারাধীন কার্যধারার স্থানান্তর) বিধিমালার বিধি ৫-এর উল্লেখ করার পর, আদালত এম.পি. স্টিল কর্পোরেশনবনাম সি.সি.ই. [(২০১৫) ৭ এস সি সি ৫৮] মামলার রায় থেকে অংশবিশেষ তুলে ধরে এরপর উপসংহার টানে:

"২০) এই রায় পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, সীমাবদ্ধতা যেহেতু প্রক্রিয়াগত প্রকৃতির, সাধারণভাবে এটি প্রত্যাবর্তনযোগ্যভাবে প্রয়োগযোগ্য, তবে এই ব্যতিক্রম থাকবে যে, সীমাবদ্ধতার নতুন আইন একটি 'মৃত প্রতিকার' পুনরুজ্জীবিত করতে পারে না। এটি বলা হয়েছিল এমন প্রেক্ষিতে, যেখানে নতুন সীমাবদ্ধতা আইন পূর্বের তুলনায় দীর্ঘ সময়সীমা প্রদান করে। বর্তমান ক্ষেত্রে, আপিল ট্রাইবুনাল যেভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই পর্যবেক্ষণ প্রাসঙ্গিক। একটি আবেদন যদি ২০১৬ বা ২০১৭ সালে দায়ের করা হয়, কোড বলবৎ হওয়ার পর, তবে তা এমন কোনো ঋণকে হঠাৎ করে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে না, যা আর প্রাপ্য নয় কারণ তা ইতিমধ্যেই সময়ের কারণে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

২১) কেরালারাজ্য বনাম ভি.আর. কল্লিয়ানিকুট্টি, [(১৯৯৯) ৩ এস সি সি ৬৫৭] ("ভি.আর. কল্লিয়ানিকুট্টি") মামলায়, এই আদালত পর্যালোচনা করেছিল যে, ১৯৬৮ সালের কেরালা রেভিনিউ রিকভারি আইন-এর অধীনে একটি সময়োত্তীর্ণ ঋণ পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে কি না। এই রায়ে আদালত বলেছিল যে, উক্ত আইন একটি সময়োত্তীর্ণ ঋণ পুনরুদ্ধারে প্রয়োগ করা যেতে পারে না। আদালত অনুচ্ছেদ ৮-এ বলেছিল,

"৮). ..... প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'প্রাপ্য' শব্দটির সঠিক অর্থ নির্ভর করবে উক্ত শব্দটি যে প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, তার উপর।"

২২) ঐ মামলায় বলা হয়েছিল যে, কেরালা রেভিনিউ রিকভারি আইন, ১৯৬৮-এর ধারা ১৭(৩) এটিকে স্পষ্ট করে যে, যে ব্যক্তি আপত্তির ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করেন, তিনি তাঁর প্রদত্ত সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ ফেরতের জন্য একটি মামলা দায়ের করার অধিকার রাখবেন। অতএব, সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় যে, যখন এমন একটি মামলা দায়ের করার অধিকার স্পষ্টভাবে সংরক্ষিত থাকে, তখন এটি অবশ্যই এই অর্থে একটি অবধারিত ইঙ্গিত বহন করে যে, মামলায় ঋণগ্রহীতার জন্য সীমাবদ্ধতার যে সুরক্ষা রয়েছে সেটিও সংরক্ষিত থাকবে। এর ফলে "প্রাপ্য অর্থ" শব্দগুচ্ছকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যে, তাতে সময়োত্তীর্ণ ঋণও অন্তর্ভুক্ত হয়, তা হলে তা কোনো মামলায় ঋণগ্রহীতার জন্য যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ছিল তা ধ্বংস করে দেবে এবং তা ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪-এর পরিপন্থী হতে পারে।

২৩) আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যে আরেকটি রায়ের উল্লেখ করেন তা হলো ভারতের ইউনিয়ন বনাম উত্তম স্টিলস লিমিটেড, [(২০১৫) ১৩ এস সি সি ২০৯]। এখানে প্রশ্ন ছিল, সংশোধিত ধারা১১-খ, যা কেন্দ্রীয় আবগারি আইন অনুসারে ১২.০৫.২০০০ তারিখে সংশোধিত হয়েছিল, তা ঐ মামলার পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হবে কি না। ধারা ১১-খ-তে "ছয় মাস"-এর স্থলে "এক বছর" বসিয়ে সীমাবদ্ধতার দীর্ঘতর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল। যেহেতু রিবেটের আবেদন এক বছরের মধ্যে দায়ের করা হয়েছিল, সেহেতু উত্তরদাতা যুক্তি দেন যে, তারা সময়ের মধ্যে ছিলেন। এই আদালত অনুচ্ছেদ ১০-এ বলেছিল যে, সীমাবদ্ধতা যেহেতু একটি প্রক্রিয়াগত আইন, সাধারণভাবে তা প্রত্যাবর্তনযোগ্য প্রকৃতির হয়। তবে এতে একটি শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, তা হলো: সংশোধিত ধারার অধীন যেই দাবি করা হয়েছে তা এমন হওয়া উচিত নয় যা সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বেই সময়োত্তীর্ণ ছিল, অর্থাৎ 'মৃত দাবি' ছিল। ঐ মামলার প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছিল, যেহেতু রিবেটের দাবি ছয় মাসের সীমা অতিক্রম করে করা হয়েছিল কিন্তু এক বছরের সম্প্রসারিত সময়সীমার মধ্যে ছিল, সেই কারণে ঐ সম্প্রসারিত সময়সীমা ঐ মামলায় উত্তরদাতাের কোনো উপকারে আসবে না।

২৪) অ্যালায়েড মোটরস (প্রাইভেট) লিমিটেড বনাম সি.আই.টি., [(১৯৯৭) ৩ এস সি সি ৪৭২] মামলায় এই আদালত মত প্রকাশ করেছিল যে, ইনকাম ট্যাক্স আইনের ধারা ৪৩-বি-তে করা সংশোধনটি প্রত্যাবর্তনযোগ্য ছিল। আদালত বলেছিল:

"১৪)..... জি.পি. সিং তাঁর সংবিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার নীতিমালা, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৯১-এ উল্লেখ করেছেন: 'এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যদি কোনো আইন সংশোধনমূলক হয় বা পূর্ববর্তী আইনের ব্যাখ্যামূলক হয়, তাহলে সাধারণত তা প্রত্যাবর্তনযোগ্য বলেই ধরা হয়।' প্রকৃতপক্ষে, সংশোধনটি যদি এই পরিস্থিতিতে তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায়, তবে সেটিকে প্রত্যাবর্তনযোগ্য হিসেবে গৃহীত না করলে সেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে না....."

২৫) বর্তমান মামলাতেও এটি স্পষ্ট যে, ধারা ২৩৮ক-র সংশোধনটি যদি প্রত্যাবর্তনযোগ্য হিসেবে গৃহীত না হয়, তাহলে তা তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে না, কারণ অন্যথায়, সময়োত্তীর্ণ দাবি পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত আবেদনসমূহকে অনুমোদন করতে হবে, যেগুলি সীমাবদ্ধতা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না।"

এরপর আদালত রায় দেয়:

"৩৮) এই মামলাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যেমন বর্তমান মামলায় দেখা যায়, এবং যেমনটি মার্চ, ২০১৮ সালের দেউলিয়া আইন কমিটির প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে, আইন প্রণেতারা এমন কোনো উদ্দেশ্য পোষণ করেননি যাতে কোনো ঋণদাতা, যে সীমাবদ্ধতার সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, তিনি কোডের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিলম্বিত দাবি পেশ করতে পারেন। কোড ২০১৭ সালে চালু হলেও, এমন কোনো ঋণের জন্য যেটি, ধরুন, ১৯৯০ সালে সময়োত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কোড শুরু করা যায় না, কারণ তা একটি অযৌক্তিক ও চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে যেখানে কোড একটি পুরানো বা মৃত দাবির ভিত্তিতে শুরু হবে, যার ফলে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বর্তমান পরিচালনা পর্ষদকে অবিলম্বে ও স্থায়ীভাবে অপসারণ করতে হবে, এবং যার চূড়ান্ত পরিণতি হতে পারে লিকুইডেশন ও অতঃপর কর্পোরেট মৃত্যু। এই পরিস্থিতিতে, কোডের সংজ্ঞা বিভাগসমূহে ব্যবহৃত "প্রাপ্য ঋণ" শব্দগুচ্ছ স্পষ্টতই কেবল সেই ঋণকে নির্দেশ করে যা আইনত "প্রাপ্য ও প্রদেয়" , অর্থাৎ যেগুলি সময়োত্তীর্ণ নয়।"

অবশেষে, আদালত রায় দেয়:

"৪৮) সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, কোডের ধারা ৭ ও ৯-এর অধীনে দায়েরকৃত আবেদনের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই সীমাবদ্ধতা আইন প্রযোজ্য এবং সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ প্রযোজ্য হয়। সেই অনুযায়ী "মামলা করার অধিকার" সৃষ্টি হয় যখন ডিফল্ট ঘটে। যদি ডিফল্ট আবেদন দায়েরের তারিখ থেকে তিন বছরের বেশি সময় আগে ঘটে থাকে, তাহলে আবেদনটি অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর অধীনে সীমাবদ্ধতা দ্বারা রুদ্ধ হবে, অবশ্য সেইসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকবে যেখানে মামলার পরিস্থিতি অনুযায়ী সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ প্রয়োগ করে দেরি মাফ করা যেতে পারে।"

১০) এই রায়টি আবেদনকারী/আপিলকারীর পক্ষে বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করে। কোডে ধারা ২৩৮ক সংযোজিত হওয়ার মাধ্যমে কোডের অধীনে দায়েরকৃত আবেদনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইন প্রযোজ্য হয়। কোড কার্যকর হওয়ার পূর্বে দায়েরকৃত লিকুইডেশন আবেদনসমূহ এখন কোডের অধীন আবেদনে রূপান্তরিত হয়েছে।

সুতরাং, যে বিষয়টি নির্ধারণ করতে হবে তা হলো, লিকুইডেশন আবেদনটি যেদিন দায়ের করা হয়েছিল, সেই তারিখে তা সময়ের সীমা অতিক্রম করে ফেলেছিল কি না। যদি এই আবেদনটিকে সময়োত্তীর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে কোডের ধারা ২৩৮ক এমন একটি সময়োত্তীর্ণ আবেদনের জন্য নতুন করে জীবনের সুযোগ প্রদান করবে না। এই মামলার প্রেক্ষাপটে এটি স্পষ্ট যে, যেহেতু লিকুইডেশন আবেদনটি আগস্ট, ২০১২ সালের তিন বছরের পরে দায়ের করা হয়েছে—যখন আইএলএন্ডএফএস-এর স্বীকারোক্তি অনুসারেও ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা ঘটেছিল—তাই এটি সময়োত্তীর্ণ।

১১) ডঃ সিংভি একাধিক রায়ের উপর নির্ভর করেছেন, যেখানে কোম্পানিজ আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩-এর অধীন কার্যধারা সেইসব মামলার পরে শুরু করা হয়েছিল, যেখানে ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য ইতোমধ্যেই মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এইসব রায়ে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের মামলার অস্তিত্বকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না যে, তা সীমাবদ্ধতার সময়কাল পুনরুজ্জীবিত করেছে বা তা বৃদ্ধি করেছে, কমপক্ষে লিকুইডেশন কার্যধারার ক্ষেত্রে তো নয়ই। উদাহরণস্বরূপ, হারিওম ফায়ারস্টক লিমিটেড বনাম সানজাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড [(১৯৯৯) ৯৬ কম্প. মামলা. ৩৪৯] মামলায় কর্ণাটক উচ্চ আদালতের একজন একক বিচারপতি, যেখানে একটি পুনরুদ্ধার মামলা লিকুইডেশন আবেদনের আগে দায়ের করা হয়েছিল, নিম্নরূপ মত প্রকাশ করেন:

"৮)...আমার দৃষ্টিতে এই যুক্তির মধ্যে একটি ভ্রান্তি রয়েছে, কারণ যে পরীক্ষাটি প্রয়োগ করা উচিত তা হলো এই সাধারণ প্রশ্নটি: নির্দিষ্ট কোনো সময়ে ঋণটি বিদ্যমান কি না তা নির্ধারণের জন্য দেখা উচিত, ঐ সময়ে সংশ্লিষ্ট ঋণের জন্য একটি সাধারণ পুনরুদ্ধার মামলা দেওয়ানি আদালতে দায়ের করা যেত কি না। এই পরীক্ষা প্রয়োগ করে এবং এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেও যে একটি মামলা ইতিমধ্যেই দায়ের করা হয়েছে, প্রশ্ন হলো, ১৯৯৫ সালে ঐ ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পুনরুদ্ধার মামলা দায়ের করা যেত কি না, এবং এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক। সেক্ষেত্রে, মামলার অস্তিত্বকে সীমাবদ্ধতার সময়কাল পুনরুজ্জীবিত করা বা বাড়িয়ে দেওয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর অর্থ কেবল এই যে, ঐ কার্যধারাগুলি বিচারাধীন রয়েছে, কিন্তু এর ভিত্তিতে কোনো পক্ষের পক্ষে অন্য কোনো কার্যধারা শুরু করার আইনগত অধিকার সৃষ্টি হয় না। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে, সীমাবদ্ধতা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি সীমিত পরিস্থিতিতে প্রসারিত হয় এবং মামলার অস্তিত্ব সাধারণত সেগুলোর মধ্যে পড়ে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর উত্তরদাতাের পক্ষে যেতে হবে এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, ১৯৯৫ সালে, যখন বর্তমান আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, তখন কোনো বলবৎযোগ্য দাবি বিদ্যমান ছিল না।"

১২) অনুরূপভাবে, পাটনা উচ্চ আদালতের একজন একক বিচারপতি ফেরো অ্যালয়েজ কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম রাজহংস স্টিল লিমিটেড, [(২০০০) কোম্পানি মামলা ৪২৬] মামলায় নিম্নরূপ রায় প্রদান করেন:

"১২)... আমার মতে, এই যুক্তিতে কোনো গঠনমূলক ভিত্তি নেই। কেবলমাত্র এই কারণে যে, আবেদনকারী কোম্পানির পক্ষ থেকে উত্তরদাতা নং ১-এর বিরুদ্ধে ঋণ আদায়ের জন্য কলকাতা উচ্চ আদালতের মূল দিক -এ একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সেই মামলার দায়ের এবং তার বিচারাধীন অবস্থা বর্তমান লিকুইডেশন কার্যধারার পক্ষে কোনো উপকার বয়ে আনতে পারে না। যেহেতু এই আদালতে আবেদন দাখিলের সময় ঋণটি সময়োত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাই লিকুইডেশন কার্যধারার মাধ্যমে এই আদালতের মাধ্যমে সেই ঋণ আইনত পুনরুদ্ধার করা যাবে না, কারণ তা আইনত ধারা ৫২০-এর অধীনে প্রমাণযোগ্য নয়। এটি একেবারেই ভিন্ন বিষয় হতো যদি আবেদনকারী কোম্পানি কলকাতা উচ্চ আদালতের মামলা নং ১০৭৩ এর ১৯৮৭-তে ডিক্রি পাওয়ার পর এবং সেই ডিক্রি পূরণ না হওয়ার প্রেক্ষিতে, এই আদালতের শরণাপন্ন হয়ে উত্তরদাতা নং ১-এর লিকুইডেশনের আবেদন করতেন, যেমনটি ধারা ৪৩৪ উপ-ধারা (১)-এর প্রকরন (খ)-তে বলা হয়েছে। সুতরাং, যেহেতু আবেদনকারী কোম্পানির ঋণ সময়োত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং বর্তমান কার্যধারার প্রেক্ষিতে এই আদালতে আইনত প্রমাণযোগ্য নয়, তাই ওই ঋণের অনাদানের ভিত্তিতে উত্তরদাতা নং ১-এর লিকুইডেশন আদেশ জারি করা যাবে না।"

১৩) রামেশ্বর প্রসাদ কেজরিওয়াল অ্যান্ড সন্স লিমিটেড বনাম এম/এস গড়োদিয়া হার্ডওয়্যার স্টোর্স, [(২০০২) ১০৮ কোম্পানি মামলা ১৮৭] মামলায় একটি অর্থপ্রাপ্তির মামলা ১৯৯৪ সালে দায়ের হয় এবং ১৯৯৭ সালে ডিক্রি প্রদান করা হয়, যার পর ২০০১ সালে কোম্পানিজ আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩ অনুসারে একটি লিকুইডেশন আবেদন দায়ের করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, মাননীয় একক বিচারপতি রায় দেন:

"১৩) এটি একটি স্বীকৃত বিষয় যে, কোম্পানির কারণসৃষ্ট দাবি ১৯৯২ সালে সৃষ্টি হয়। মামলা দায়ের করা হয় ১৯৯৪ সালে এবং ডিক্রি পাওয়া যায় ১৯৯৭ সালে। কিন্তু ঐ ঋণের ভিত্তিতে, যা বলা হয়েছে ডিক্রিতে পরিণত হয়েছে, সীমাবদ্ধতার সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরে, অর্থাৎ তিন বছরের পরে, কোনো লিকুইডেশন আবেদন দায়ের করা যায় না।

১৪) এটি বিতর্কিত নয় যে, বর্তমান মামলায় সীমাবদ্ধতার সময়সীমা "অবশিষ্ট ধারার" , অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ দ্বারা পরিচালিত হয়। এই আদালতের একটি বিশেষ বেঞ্চ, হরিমোহন দালাই বনাম পরমেশ্বর শাউ মামলায়, যার উল্লেখ রয়েছে ৫৬ ভারতের আইনের প্রতিবেদন, ৬১-তে, কিছু মন্তব্য করেছেন কিভাবে এই অবশিষ্ট অনুচ্ছেদটি ব্যাখ্যা করা উচিত।"

১৫) পুরাতন আইনের অধীনে অবশিষ্ট অনুচ্ছেদ অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ১৮১-এর বিধানগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, বিশেষ বেঞ্চের পক্ষে প্রধান বিচারপতি র‍্যাঙ্কিন বলেন: "অনুচ্ছেদ ১৮১-এ আইনপ্রণেতা কোনো নির্দিষ্ট ধরনের মামলার জন্য নয়, বরং সব ধরণের অজানা সংখ্যক মামলার জন্য বিধান প্রদান করেছেন। সীমাবদ্ধতার সময়সীমা সম্পর্কে এটি নির্দিষ্টভাবে বিধান দেয়, কিন্তু যেখান থেকে সীমাবদ্ধতা গণনা শুরু হবে , সে বিষয়ে এটি কেবলমাত্র সাধারণ ভাষায় এবং অত্যন্ত সরলভাবে এই মৌলিক নীতিটি প্রদান করে যে, কোনো নির্দিষ্ট আবেদনের ক্ষেত্রে, সময় গণনা শুরু হবে সেই মুহূর্ত থেকে, যখন আবেদনকারী প্রথমবার ঐ আবেদন করার অধিকার অর্জন করে।"

১৬) এই আদালতও একই নীতিকে অনুসরণ করে এবং ধরে নেয় যে, সীমাবদ্ধতার সময়সীমা ১৯৯২ সাল থেকে গণনা করা উচিত। তবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে তা ১৯৯২ সাল থেকে গণনা করা হবে না, তাহলেও তা ১৯৯৭ সাল থেকে গণনা করা আবশ্যক। অতএব, সকল সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি বিবেচনা করে, এই আদালতের মত হলো যে, বর্তমান লিকুইডেশন আবেদনটি যেদিন দায়ের করা হয়েছে, সেদিনই তা সময়োত্তীর্ণ হয়ে পড়েছে। এটি বলা যায় না যে, লিকুইডেশন আবেদনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার সময়সীমা ১২ বছর হবে, যেমনটি কোনো ডিক্রির কার্যকরকরণের বিষয়ে হতে পারে।

১৭) অতএব, এই লিকুইডেশন আবেদনটি খারিজ করা হলো, তবে এই মামলার পরিস্থিতিতে, কোনো খরচের আদেশ দেওয়া হলো না।

১৪) ড. দীপঙ্কর চক্রবর্তী বনাম এলাহাবাদ ব্যাংক ও অন্যান্যরা, [২০১৭ এস সি সি অনলাইন ক্যাল ৮৭৪২] মামলায় প্রেক্ষাপট ছিল, আবেদনকারী কলকাতার সিটি কোর্টে এলাহাবাদ ব্যাংকের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের জন্য একটি মামলা দায়ের করেন। ব্যাংক পাল্টাভাবে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাওনা আদায় আইন, ১৯৯৩-এর ধারা ১৯-এর অধীনে ২০০১ সালে ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, কলকাতায় একটি কার্যধারা শুরু করে। দেওয়ানি মামলাটিও পরবর্তীতে ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হয়, যেখানে উভয় কার্যধারা বিচারাধীন ছিল। এদিকে, সিকিউরিটাইজেশন ও আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটিজ ইন্টারেস্ট প্রয়োগ আইন, ২০০২ (যাকে সংক্ষেপে "সারফেসি আইন" বলা হয়) এর অধীনে, ৩রা মার্চ, ২০১৬ তারিখে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। আদালতের সামনে প্রশ্ন ছিল যে, সারফেসি আইনের কার্যক্রম শুরু করা সীমাবদ্ধতার সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বৈধ হবে কি না, শুধুমাত্র এই কারণে যে ১৯৯৩ সালের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় আইনের অধীনে একটি কার্যধারা বিচারাধীন ছিল। আদালত ব্যাঙ্কের যুক্তি খারিজ করে বলেন:

"২২) সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ধারা ১৪ সেই সময়কে বাদ দেওয়ার অনুমতি দেয়, যা একজন ব্যক্তি সদিচ্ছা নিয়ে কোনো অযোগ্যতাসম্পন্ন আদালতে কার্যধারা পরিচালনার জন্য ব্যয় করেছেন।"

এই ধারা একজন বাদীকে একই মামলা পুনরায় দায়ের করার অনুমতি দেয়, যদি প্রথম আদালত এখতিয়ারগত ত্রুটি অথবা এজাতীয় অন্যান্য কারণে মূল অভিযোগপত্র ফেরত দেয় এবং মামলাটি গ্রহণ করতে অক্ষম হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে, একটি সুরক্ষিত ঋণদাতা ১৯৯৩ সালের আইনের ধারা ১৯-এর অধীন ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন কার্যধারা প্রত্যাহার করে ২০০২ সালের আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করছে না। বরং, সুরক্ষিত ঋণদাতা ১৯৯৩ সালের আইনের অধীনে কার্যধারা পরিচালনার অধিকারের বাইরে গিয়ে ২০০২ সালের আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করছে। সুরক্ষিত ঋণদাতার এই সিদ্ধান্ত যে সে ২০০২ সালের আইন প্রয়োগ করছে—যেটি ১৯৯৩ সালের আইনের অধীনে চলমান কার্যধারার সত্ত্বেও নেওয়া হয়েছে—তা বিচার করতে হবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, ২০০২ সালের আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করার সময় তা ওই আইনের ধারা ৩৬-এর শর্ত পূরণ করে কি না। যদিও, ট্রান্সকোর মামলার রায়ে বলা হয়েছে, সুরক্ষিত ঋণদাতা অন্যান্য বিচারাধীন কার্যধারা, যার মধ্যে ১৯৯৩ সালের আইনের ধারা ১৯-এর অধীন কার্যধারাও অন্তর্ভুক্ত, চলমান থাকলেও, একই কারণসৃষ্ট দাবির প্রেক্ষিতে ২০০২ সালের আইনের অধীন ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার রাখে, আমার মতে, ২০০২ সালের আইনের অধীন এই স্বাধীন অধিকার প্রয়োগ অবশ্যই সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই করতে হবে, যা ২০০২ সালের আইনের ধারা ৩৬ দ্বারা নির্ধারিত। ২০০২ সালের আইন সুরক্ষিত ঋণদাতাকে তার আর্থিক সম্পদের বিরুদ্ধে এবং যেখানে তার নিরাপত্তা স্বার্থ রয়েছে, সেসব সম্পদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার একটি স্বাধীন অধিকার প্রদান করে। তবে এই অধিকার প্রয়োগ অবশ্যই সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এ নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা বিধানের অধীন। সুতরাং, সীমাবদ্ধতা আইনের বিধানসমূহ ২০০২ সালের আইনের অধীনে শুরু হওয়া কার্যধারায় প্রযোজ্য। এই আইনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান মামলার প্রেক্ষিতে ৫ই জুলাই, ২০১১ তারিখে ২০০২ সালের আইনের বিধান প্রয়োগ, পক্ষগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধতার সময়সীমা বৃদ্ধির কোনো কার্য নেই এমন পরিস্থিতিতে, সমর্থন যোগ্য নয়।

xxx xxx xxx

২৫) সুতরাং, উত্থাপিত বিষয়গুলির উত্তর এইভাবে দেওয়া হলো যে, ব্যাংক কর্তৃক কার্যধারা শুরু করা ৫ই জুলাই, ২০১১ তারিখে সীমাবদ্ধতা আইনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ছিল এবং ২০০২ সালের আইনের ধারা ১৩(২)-এর অধীন ৫ই জুলাই, ২০১১ তারিখে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুসরণে এবং তার ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যধারা বাতিল করা হলো, উক্ত বিজ্ঞপ্তিসহ।

১৫) ইন্দো অ্যালুসিস ইন্ডাস্ট্রিজ বনাম অ্যাসোটেক কন্ট্রাক্টস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড., ২০০৯ (১১০) ডি আর জে ৩৮৪ মামলায়, দিল্লি উচ্চ আদালতের একজন সম্মানিত একক বিচারপতি মত প্রকাশ করেন যে, পাওনা আদায়ের মামলা এবং লিকুইডেশন কার্যধারা দুটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। বিচারপতি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেন:

"১২) আবেদনকারী একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছে—এই আপত্তির প্রসঙ্গে বলা যায়, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩-এর অধীনে লিকুইডেশন মামলার অধিকার একটি আইনি বিধান দ্বারা প্রদান করা হয়েছে। তবে, কোনো ব্যক্তির কোম্পানিকে লিকুইডেট করার আইনি অধিকার নেই, যদিও এটি কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত। পাওনা আদায় এবং কোম্পানি লিকুইডেশনের জন্য কার্যধারা দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রতিকার। এটি আবশ্যক নয় যে, ধারা ৪৩৩-এর অধীনে প্রত্যেকটি আবেদন শেষ পর্যন্ত একটি লিকুইডেশন আদেশেই পরিণত হবে। জনস্বার্থ, ন্যায়বিচার এবং সুবিধার মতো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়, তার পরেই চাওয়া আদেশ প্রদান করা হয়। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত প্রতিরক্ষার ধরন এবং বিরোধের মাত্রাও লিকুইডেশন কার্যধারায় বিচারধারায় প্রভাব ফেলে। একই সময়ে, কোম্পানির বিরুদ্ধে পাওনা আদায়ের জন্য যে প্রতিকার গ্রহণযোগ্য, তার সীমাবদ্ধতা চলতে থাকে। এই দুই প্রতিকার বিকল্প প্রতিকার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, অতিরিক্ত সতর্কতার কারণে, পক্ষগণ একটি প্রতিকারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা না করে অন্য প্রতিকার গ্রহণ করে ফেলেন।

xxx xxx xxx

"১৪) উপরোক্ত বিবেচনার প্রেক্ষিতে, আবেদনকারী যদি তার অধিকার রক্ষার জন্য এবং অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে একটি মামলা দায়ের করে থাকে, তাতে লিকুইডেশন আবেদনদায়ের করতে নিষেধাজ্ঞা সৃষ্টি হয় না বা আবেদনকারীকে তা সংরক্ষণ করতে বাধা দেয় না।"

১৬) নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্টস বোর্ড ও অন্যান্যরা বনাম মেরি টোমানিও, ১০০ এস. সি. টি. ১৭৯০ মামলায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, ১৮৭১ সালের দেউয়ানি রাইটস আইন-এর অধীনে একটি ফেডারেল কার্যধারা নিউ ইয়র্ক রাজ্যের তিন বছরের সীমাবদ্ধতা আইন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ছিল। এখানে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, ফেডারেল প্রতিকার কেবল তখনই উপলব্ধ হয়, যখন রাজ্য প্রতিকার অস্বীকৃত হয়, কারণ উত্তরদাতা নিউ ইয়র্ক রাজ্যের আদালতে একটি কার্যধারা শুরু করেছিলেন, যেখানে তিনি বোর্ড অব রিজেন্টস-এর সিদ্ধান্তকে বিরোধিতা করেছিলেন, যেটিতে তাকে একজন কিরোপ্র্যাক্টর হিসেবে প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স মঞ্জুর করতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল।

নভেম্বর ১৯৭৫ সালের মধ্যে রাজ্য পর্যায়ের কার্যধারায় আপিলের সব পথ শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং প্রতিকার না পাওয়ায়, প্রতিউত্তরকারী ২৫শে জুন, ১৯৭৬ তারিখে ফেডারেল জেলা আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত রায় দেয় যে, দ্বিতীয় মামলাটি স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধতা আইনের দ্বারা প্রতিবন্ধক ছিল, কারণ এটি কারণের উদ্ভবের তিন বছর পর দায়ের করা হয়েছিল। আদালত বলেন, একবার সীমাবদ্ধতার সময়সীমা চলতে শুরু করলে, তা থামে না শুধুমাত্র এই কারণে যে এর মধ্যে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রতিকারমূলক পন্থা অনুসরণ করা হয়েছে। আদালত রায় দেয়:

"আইনের কোনো ধারা এমন বলে না যে, যখন একজন বাদী একটি সম্পর্কিত কিন্তু স্বতন্ত্র কারণ অনুসরণ করেন, তখন প্রকৃত কারণের জন্য মামলা দায়েরের সময়সীমা স্থগিত থাকে।"

১৭) মার্টিজা আলামো-হর্নেডো বনাম জুয়ান কার্লোস পুইগ এবং জোসে পেরেজ-রিরা ৭৪৫ এফ.৩ডি ৫৭৮-এমামলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপিল আদালত, ফার্স্ট সার্কিট, মামলার পরিস্থিতি অনুযায়ী রায় দেন যে, একটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র মামলা যা অন্যথায় সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ, তা শুধুমাত্র পূর্ববর্তী একটি মামলা দায়ের করার কারণে সীমার মধ্যে আনা যায় না। আদালত বলেন:

"৪) বাদী এছাড়াও পরামর্শ দেন যে, প্রথম ইনস্ট্যান্স আদালতে তার পূর্ববর্তী মামলা কোনোভাবে সীমাবদ্ধতার সময়সীমা স্থগিত করেছিল। এই পরামর্শ অবাস্তব।

৫) শুরুতেই বলতে পারি, রাষ্ট্রীয় প্রতিকারের অবসান ১৯৮৩ সালের ধারার কোনও পদক্ষেপ রক্ষণাবেক্ষণের পূর্বশর্ত নয়। দেখুন প্যাটসি বনাম বিডি অফ রিজেন্টস, ৪৫৭ ইউএস ৪৯৬, ৫১৬, ১০২ এসসিটি ২৫৫৭, ৭৩ এল.এড.২ডি ১৭২ (১৯৮২); রজার্স বনাম ওকিন, ৭৩৮ এফ.২ডি ১, ৫ (প্রথম সার্কিট ১৯৮৪)। সুতরাং, সাধারণত একটি রাষ্ট্রীয় কার্যধারার শুরু এবং বিচারাধীনতা ১৯৮৩ সালের ধারার অধীনে সমান্তরাল পদক্ষেপের জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কালকে বোঝায় না। দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, রদ্রিগেজ-গার্সিয়া বনাম কাগুয়াস পৌরসভা, ৩৫৪ এফ.৩ডি ৯১, ৯৩ (প্রথম সার্কিট ২০০৪); রামিরেজ ডি আরেলানো বনাম আলভারেজ ডি চৌডেন্স, ৫৭৫ এফ.২ডি ৩১৫, ৩১৯ (প্রথম সার্ক ১৯৭৮)। বাদী তার যুক্তি প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করেন উল্লেখ করে যে, পুয়ের্তো রিকো আইনের অধীনে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, প্রাসঙ্গিক দাবির উপর মামলা করে সীমাবদ্ধতার আইন "বাধাগ্রস্ত" করা যেতে পারে। পি.আর. আইন অ্যান. শিরোনাম। ৩১, ৫৩০৩। আদালতের কার্যক্রম "একটি নির্দিষ্ট সমাপ্তিতে পৌঁছানোর পরে", "সীমাবদ্ধতার আইন নতুনভাবে চলতে শুরু করে।" রদ্রিগেজ-গ্র্যাসিয়া, ৩৫৪ এফ.৩ডি ৯৭ এ (অভ্যন্তরীণ উদ্‌ধৃতি চিহ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে)।

৫৮২) বাদীর এই নীতির উপর নির্ভরতা যুক্তির চেয়ে আশাকে উচ্চতর করে তোলে। বাদীর কাঙ্ক্ষিত শাস্তিমূলক প্রভাব অর্জনের জন্য, প্রথম মামলায় অভিযোগকে দ্বিতীয় মামলায় দাবি করা কারণগুলির সাথে "অনুরূপ কারণ দাবি করতে হবে"। আইডি। (অভ্যন্তরীণ উদ্ধৃতি চিহ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে)।

৬) অভিন্নতার প্রয়োজনীয়তার তিনটি দিক রয়েছে। দুটি মামলা "একই ধরণের প্রতিকার চাইতে হবে"; এগুলি "একই বাস্তব দাবির উপর ভিত্তি করে হতে হবে"; এবং এগুলি "একই ক্ষমতায় থাকা একই আসামীদের বিরুদ্ধে দাবি করতে হবে।" আইডি। ৯৮. বাদী এই শর্তগুলি পূরণ করে তা দেখানোর জন্য পর্যাপ্ত কোনও উন্নত যুক্তি প্রদান করেননি।

সকল ক্ষেত্রেই, এটি স্পষ্ট যে বাদী অভিন্নতার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেননি। প্রথম মামলাটি, প্রথম মামলাটি আদালতে আনা হয়েছিল, পুনর্বহাল এবং ফেরত প্রদানের ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার চেয়েছিল; দ্বিতীয় মামলাটি, ফেডারেল জেলা আদালতে আনা হয়েছিল, ক্ষতিপূরণমূলক এবং শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণের আইনি প্রতিকার চেয়েছিল। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে দুটি পদক্ষেপ "একই ধরণের প্রতিকার" চায়নি।

আমরা তাড়াতাড়ি যোগ করতে চাই যে এই উপসংহারটি কোনও নতুন ভিত্তি ভাঙে না। এই আদালত স্পষ্টভাবে এবং বারবার বলেছে যে, পুয়ের্তো রিকো আইনের অধীনে, "কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার চাওয়া সীমাবদ্ধতার আইনকে ক্ষতিপূরণ দেয় না যেখানে পরবর্তী অভিযোগ... ক্ষতিপূরণ চায়।" নিভস-ভেগা বনাম অর্টিজ-কুইনোনেস, ৪৪৩এফ.৩ডি ১৩৪, ১৩৭ (১ম সার্ক. ২০০৬) (মামলা সংগ্রহ)।

অভিন্নতার প্রয়োজনীয়তার প্রথম দিকটি পূরণ করতে বাদীর ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের অন্য দুটি দিক অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই। পুয়ের্তো রিকো আইন স্পষ্ট যে একজন বাদী যিনি এই ভিত্তিতে সীমাবদ্ধতার আইনের পরিচালনায় বাধা দিতে চান তাকে অভিন্নতার প্রয়োজনীয়তার তিনটি দিকই পূরণ করতে হবে। দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, সান্তানা-কাস্ত্রো বনাম টোলেডো-ডেভিলা, ৫৭৯ এফ.৩ডি ১০৯, ১১৬ (প্রথম সার্কিট ২০০৯); নিভস-ভেগা, ৪৪৩ এফ.৩ডি এর ১৩৭-৩৮। বিষয়টির এই দিকটি এখানেই শেষ। যখন সবকিছু বলা হয়ে যায় এবং হয়ে যায়, তখন আদালতের কার্যক্রম শুরু হওয়ার সময় বাদীর সমস্তসভাবে বসে থাকার সিদ্ধান্ত তার ফেডারেল দাবি দাখিলের বিলম্বিত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। যদিও কমনওয়েলথ আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করা বাদীর বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে যে তার বরখাস্ত অবৈধ ছিল, তবে এমন কোনও সময়সীমা নেই যে যিনি ১৯৮৩ ধারার দাবি অনুসরণ করতে চান তাকে একটি স্বাধীন সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে যে অভিযোগ করা হয়েছে যে ভুলভাবে চাকরির অবসানের উপর ভিত্তি করে তার বরখাস্ত বেআইনি ছিল।

সুতরাং, প্রথম দৃষ্টান্ত আদালতএর রায়ের জন্য অপেক্ষা করার বাদীর সিদ্ধান্ত তার ফেডারেল দাবি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দায়ের না করার যথার্থতা প্রদান করে না।"

১৮) রে কার্নোস প্রপার্টি কোং লিমিটেড (১৯৮৯) ৫ বি.সি.সি. ১৪ মামলায়, চ্যান্সারি বিভাগের (কোম্পানি কোর্ট) একজন বিজ্ঞ একক বিচারক রায় দেন যে, একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি কোম্পানিকে বিলুপ্ত করার জন্য যে আবেদন দায়ের করা হয়েছিল অপরিশোধিত কর বাবদ, তা সীমাবদ্ধতা আইনের দ্বারা প্রতিহত ছিল, কারণ এটি কারণ উদ্ভবের ছয় বছরেরও বেশি সময় পরে দায়ের করা হয়েছিল। এই দাবির ওপর যে দুর্দশা পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল, তা কোনোভাবেই বিলুপ্তির আবেদন দায়েরের সীমাবদ্ধতা সময়সীমার ওপর প্রভাব ফেলে না। বিচারক রায় দেন:

"এই কথাগুলো বর্তমান আবেদন কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখা যায়, মামলার কারণ সর্বশেষ তখনই সৃষ্টি হয়েছে, যখন কোম্পানি ১লা এপ্রিল, ১৯৮১ তারিখে সর্বশেষ কর দাবি পরিশোধে ব্যর্থ হয়। এটি আবেদন দায়েরের ছয় বছরেরও বেশি সময় আগে। অতএব আমি এই উপসংহারে পৌঁছাই যে, আবেদনটি খারিজ করতে হবে, কারণ এটি এমন করের ওপর ভিত্তি করে গঠিত যা ছয় বছরেরও বেশি সময় ধরে বকেয়া। অন্যভাবে বললে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর পরিশোধ না করার কারণে যে আবেদন দায়ের করা হয়, তা সীমাবদ্ধতা আইন-এর বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে শ্রী আইনন স্বীকার করেন, যতদূর আমি বুঝেছি, যে যেসব কর ছয় বছর ধরে বকেয়া ছিল এবং যেগুলোর ওপর কোনো দুর্দশা পরোয়ানা ইস্যু হয়নি, তা কোনোভাবেই পুনরুদ্ধারযোগ্য নয়; ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আর কোনোভাবে ঋণদাতা থাকে না এবং সেই হিসেবে তারা আর আবেদন করতে পারে না। কিন্তু শ্রী আইনন বলেন, একবার যদি একটি দুর্দশা পরোয়ানা ইস্যু হয়ে যায়, তবে তা সর্বদা কার্যকরযোগ্য থাকে এবং এর ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের ঋণদাতার চরিত্র বজায় রাখে এবং যেকোনো সময় আবেদন করতে পারে। আমি এই যুক্তি গ্রহণ করি না। যদি ধরা হয় যে, এই মামলায় ইস্যুকৃত দুটি দুর্দশা পরোয়ানা এখনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জন্য কার্যকর রয়েছে, আমি মনে করি না যে এতে করে উপরে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা আইন-এর বিধান কার্যকর না হয়।১৯৩৯ সালের আইনটির ধারা ২(১) (বা ১৯৮০ সালের আইনটির ধারা ৯(১)) এর প্রভাব হলো, যদি কর চাওয়ার পর ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে আবেদন দায়ের করা যাবে না। সেখানে এমন কিছু বলা নেই যাতে বোঝায় যে কোনো দুর্দশা পরোয়ানা বর্তমান থাকলে অবস্থানটি ভিন্ন হবে। একটি আবেদন এই কারণে দায়ের করা যায় না যে একটি দুর্দশা পরোয়ানা ইস্যু হয়েছে বা হতে পারে, বরং এ কারণে দায়ের করা যায় যে একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হলো একটি "ঋণদাতা" – যেমন করে এই শব্দটি কোম্পানি আইন-এ ব্যবহৃত হয়েছে (দেখুন উত্তর বাক্স মামলা)।

"দখল ও আবেদনের মাধ্যমে প্রতিকার পৃথক এবং স্বতন্ত্র।"

১৯) উপরের রায়সমূহ যথাযথভাবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকা কোনো কার্যকারণ ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ মামলা কোনোভাবেই দেউলিয়া কার্যধারার পৃথক এবং স্বাধীন প্রতিকারকে প্রভাবিত করতে পারে না। আইনে, একবার সময় গণনা শুরু হলে, সেটি কেবলমাত্র সীমাবদ্ধতা আইনে নির্ধারিত পদ্ধতিতেই বাড়ানো যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৮ অনুযায়ী দায় স্বীকার করলে অবশ্যই সীমাবদ্ধতার সময়সীমা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু একটি ক্ষতিপূরণের মামলা, যা দেউলিয়া কার্যধারা থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র একটি প্রক্রিয়া, কোনোভাবেই এমন নয় যে এটি দেউলিয়া কার্যধারার জন্য নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়সীমাকে প্রভাবিত করবে বা সেই ঋণটিকে জীবিত রাখবে এই কার্যধারার উদ্দেশ্যে।

২০) তবে শ্রী কৌল বোম্বে উচ্চ আদালতের একজন একক বিচারকের রায়ে (উত্তর: এম/এস: ভিমজি নানজি অ্যান্ড কোং., (১৯৬৯) মহারাষ্ট্র আইন জার্নাল ৮২৭) যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেন। ঐ মামলা প্রেসিডেন্সি-শহর দেউলিয়া আইন, ১৯০৯-এর অধীনে উদ্ভূত হয়, যেখানে প্রশ্নটি ছিল নিম্নরূপ:

"৪) যে ঋণের ভিত্তিতে দেউলিয়া ঘোষণা প্রার্থনা করে আবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং দেউলিয়া ঘোষণার আদেশ চাওয়া হয়েছে, সেই ঋণটি কি আবেদনের শুনানির তারিখে বর্তমান থাকা আবশ্যক, না কি আবেদন দাখিলের তারিখে তা বর্তমান থাকলেই যথেষ্ট?"

প্রেসিডেন্সি-শহর দেউলিয়া আইন, ১৯০৯-এর অনুচ্ছেদ ১৩-তে আদালতের সম্মুখে আবেদনের শুনানিতে আবেদনকারী ঋণদাতাকে কোন কোন বিষয়ে প্রমাণ প্রদান করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত আইনের অনুচ্ছেদ ১৩(২), যা বোম্বে উচ্চ আদালতের সামনে আলোচ্য ছিল, তা নিচে উদ্ধৃত করা হল:

"শুনানির সময় আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রমাণ দাবি করবে—

(ক) আবেদনকারী ঋণদাতার ঋণ, এবং

(খ) দেউলিয়াত্বের কার্য, অথবা যদি আবেদনে একাধিক দেউলিয়াত্বের কার্য উল্লেখ থাকে, তবে উক্ত কার্যগুলির মধ্যে অন্তত একটি।"

শ্রী কৌল যে পর্যবেক্ষণের উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন, তা আদালতের দ্বারা করা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ৯-এ অন্তর্ভুক্ত, যা নিচে উদ্‌ধৃত করা হল:

"৯) শ্রী শাহ যুক্তি দেন যে, যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি আদালত গ্রহণ করেন, তাহলে ঋণদাতার জন্য গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি হবে। একবার কোনো ঋণদাতা দেউলিয়া আবেদন দাখিল করলে, তিনি সাধারণত আশা করেন যে, তার আবেদনের শুনানির সময় দেউলিয়া ঘোষণা আদেশ পাস করা হবে এবং কেবলমাত্র আবেদনের শুনানি বিলম্বিত হওয়ার কারণে—যেটি তার কোনো দোষে নয়, বরং বলা যাক আদালতের কাজের জরুরি অবস্থার কারণে—ঋণদাতাকে এমন একটি পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে, যা সে হয়তো কখনো ভাবেননি বা কল্পনাও করেননি, যদি এ সময়ের মধ্যে ঋণটি সীমাবদ্ধতার কারণে অকার্যকর হয়ে পড়ে। আমি শ্রী শাহ প্রদত্ত এমন কোনো অসুবিধা দেখি না, কারণ ঋণদাতার জন্য এই পথ খোলা আছে, বরং এটি তার দায়িত্ব যে সে ঋণটিকে জীবিত রাখবে হয় স্বীকারোক্তির মাধ্যমে, না হয় আংশিক পরিশোধের মাধ্যমে, অথবা সীমাবদ্ধতার সময়সীমার মধ্যেই যথাযথ আদালতে মামলা দায়ের করে; তবে আমার দৃষ্টিতে এটি স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র একটি দেউলিয়া আবেদন বিচারাধীন থাকা—এর বাইরে আর কিছু না থাকলে—ভারতীয় সীমাবদ্ধতা আইনে নির্ধারিত সময়সীমা রক্ষা করার কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।"

যে প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞ একক বিচারক এই পর্যবেক্ষণটি করেছিলেন যে, সীমাবদ্ধতার মধ্যে মামলা দায়ের করলে ঋণ জীবিত থাকে, তা ছিল প্রেসিডেন্সি-শহর দেউলিয়া আইন, ১৯০৯-এর অনুচ্ছেদ ১৩-এর প্রেক্ষিতে—যেখানে আবেদনের শুনানির সময় আবেদনকারী ঋণদাতার ঋণ জীবিত থাকা আবশ্যক বলে নির্ধারিত। স্বাভাবিকভাবেই, যদি আবেদনের শুনানির সময় ঋণটি সীমাবদ্ধতার কারণে অকার্যকর হয়ে যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দেউলিয়া ঘোষণার কঠোর পরিণতি আর প্রযোজ্য হবে না। এই প্রেক্ষিতেই বিজ্ঞ একক বিচারক মন্তব্য করেন যে, যদি সীমাবদ্ধতার সময়সীমার মধ্যে ঋণ আদায়ের মামলা দায়ের করা হয়, তাহলে সেই দেউলিয়া আবেদনের শুনানির তারিখেও ঋণটি জীবিত থাকবে। প্রেসিডেন্সি-শহর দেউলিয়া আইন, ১৯০৯-এর অনুচ্ছেদ ১৩-এর এই প্রেক্ষাপট বর্তমান প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, যেখানে বিবেচ্য বিষয় হল, দেউলিয়া কার্যধারা সীমাবদ্ধতার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দায়ের করা হয়েছে কি না। বর্তমান মামলার বাস্তব পরিস্থিতিতে, দেউলিয়া আবেদনের শুনানির সময় ঋণ জীবিত রয়েছে কি না, এই প্রশ্ন আদৌ জড়িত নয়। অতএব, এই মামলাটি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন ও প্রযোজ্য নয়।

২১) এরপর শ্রী কৌল সাধারণভাবে সীমাবদ্ধতা আইনের নীতির উপর জোর দেন, যার ব্যাখ্যা রাজেন্দর সিং বনাম সন্ত সিং এবং অন্যান্যরা, (১৯৭৩) ২ এস সি সি ৭০৫ মামলায় দেওয়া হয়েছে নিম্নরূপ:

"১৭) হ্যালসবেরির ইংল্যান্ডের আইন খণ্ড ২৪, পৃ. ১৮১ (অনুচ্ছেদ ৩৩০)-এ সীমাবদ্ধতার বিধির অন্তর্নিহিত নীতি, যাকে" বিশ্রাম "বা" শান্তি "-র বিধি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এইভাবে বলা হয়েছেঃ

৩৩০) সীমাবদ্ধতার নীতি আইন-আদালত সীমাবদ্ধতার বিধির অস্তিত্বকে সমর্থন করে কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন কারণ প্রকাশ করেছে, যথাঃ (১) দীর্ঘস্থায়ী সুপ্ত দাবির মধ্যে ন্যায়বিচারের চেয়ে নিষ্ঠুরতা বেশি রয়েছে, (২) যে কোনও আসামী কোনও বাসি দাবি খণ্ডন করার জন্য প্রমাণ হারিয়ে ফেলতে পারে এবং (৩) যে ব্যক্তিদের কাজের ভাল কারণ রয়েছে তাদের যুক্তিসঙ্গত অধ্যবসায়ের সাথে তা অনুসরণ করা উচিত।

১৮) সীমাবদ্ধতার আইনের উদ্দেশ্য হল দীর্ঘ উপভোগের মাধ্যমে সমতা ও ন্যায়বিচারে যা অর্জিত হতে পারে বা কোনও পক্ষের নিজস্ব নিষ্ক্রিয়তা, অবহেলা বা লাচের কারণে যা হারিয়ে যেতে পারে তার ব্যাঘাত বা বঞ্চনা রোধ করা।

এই পর্যবেক্ষণগুলি বর্তমান মামলার তথ্যের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক। এটা স্পষ্ট যে আইএলঅ্যান্ডএফএস যুক্তিসঙ্গত অধ্যবসায়ের সাথে সেই পদক্ষেপের কারণটি অনুসরণ করেছে যা ২০১২ সালের আগস্টে উত্থাপিত হয়েছিল এবং ২০১৩ সালের জুনে লেটার অফ আন্ডারটেকিং-এর নির্দিষ্ট কার্যকারিতার জন্য লা-ফিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। উপরোক্ত পক্ষের 'নিজস্ব নিষ্ক্রিয়তা বা লাচের' কারণে যা হারিয়ে গেছে তা হল পূর্বোক্ত আবেদনদাখিলের ট্রিগার হওয়ার অনেক পরে উইন্ডিং আপ আবেদনদাখিল করা; ট্রিগারটি হল ঋণ যা আইএলঅ্যান্ডএফএস-এর কারণে হয়েছিল, যা পরিশোধে ডিফল্ট হয়েছে।

এই পর্যায়ে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ৪৩৩ (ঙ) ধারা এবং ৪৩৪ ধারা নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যা নিম্নরূপঃ

৪৩৩) যে পরিস্থিতিগুলিতে ট্রাইব্যুনাল দ্বারা কোম্পানিটি বন্ধ করা যেতে পারে-ট্রাইব্যুনাল দ্বারা কোনও কোম্পানি বন্ধ করা যেতে পারে,

XXX XXX,

(ঙ) যদি কোম্পানি তার ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়;

৪৩৪) কোম্পানি যখন তার ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম বলে মনে করা হবে-(১) একটি কোম্পানি তার ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম বলে মনে করা হবে -

(ক) যদি কোনো ঋণদাতা, অর্পণ বা অন্য কোনোভাবে, যার কাছে কোম্পানির এক লক্ষ টাকার বেশি ঋণ বকেয়া থাকে, সেই ঋণদাতা নিজ হাতে স্বাক্ষরিত একটি দাবি কোম্পানির নথিভুক্ত দপ্তরে নিবন্ধিত ডাকযোগে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রদান করে এবং সেই দাবিপত্রে কোম্পানিকে উক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানায়, এবং কোম্পানি পরবর্তী তিন সপ্তাহের মধ্যে উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়, অথবা ঋণদাতার যুক্তিসংগত সন্তুষ্টির জন্য তা নিরাপদ করার বা আপস-মীমাংসার ব্যবস্থা করে না;

(খ) যদি কোন ডিক্রি বা আদেশের উপর কার্যকরকরণ বা অন্যান্য প্রক্রিয়া জারি করা হয়, যদি কোম্পানির কোনও ঋণদাতার পক্ষে কোনও আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে ফেরত দেওয়া হয়; অথবা

(গ) ট্রাইব্যুনালের সন্তুষ্টির জন্য যদি প্রমাণিত হয় যে কোম্পানিটি তার ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম, তবে ট্রাইব্যুনাল কোম্পানির আকস্মিক এবং সম্ভাব্য দায়বদ্ধতাগুলি বিবেচনায় নেবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর প্রকরন (ক)-এ উল্লিখিত দাবিটি ঋণদাতার হাতে যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হবে যদি এটি তার পক্ষে যথাযথভাবে অনুমোদিত কোনও প্রতিনিধি বা আইনী উপদেষ্টার দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়, অথবা কোনও ফার্মের ক্ষেত্রে যদি এটি এমন কোনও প্রতিনিধি বা আইনী উপদেষ্টা বা ফার্মের কোনও সদস্যের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়।

উপরে উল্লিখিত বিধানসমূহ পাঠ করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, সীমাবদ্ধতা সময়সীমার শুরু হওয়ার বিন্দুটি হচ্ছে সেই সময় যখন কোম্পানি তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ে, এবং অনুচ্ছেদ ৪৩৪ একটি অনুমানমূলক বিধান, যা তিনটি পরিস্থিতির উল্লেখ করে, যেখানে কোম্পানিকে অনুচ্ছেদ ৪৩৩(ঙ)-এর অধীনে "তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম" বলে গণ্য করা হবে। প্রথম পরিস্থিতিতে, যদি কোনো ঋণদাতা—যার কাছে কোম্পানির এক লক্ষ টাকার বেশি ঋণ বকেয়া থাকে—কোম্পানিকে সেই বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য একটি দাবি জানায়, এবং কোম্পানি তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পরেও "ঋণ পরিশোধে অবহেলা করে", অথবা তা পরিশোধের নিরাপত্তা বা আপস-মীমাংসা ঋণদাতার যুক্তিসংগত সন্তুষ্টির জন্য করে না, তাহলে "ঋণ পরিশোধে অবহেলা" কেবল তখনই দেখা দেবে যখন নির্ধারিত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতা ঘটে, যা প্রতিটি মামলার বাস্তবতার উপর নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট তারিখে ঘটে। দ্বিতীয় পরিস্থিতিতেও, যদি কোম্পানির ঋণদাতার পক্ষে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করার জন্য কোনো কার্যপ্রণালী গ্রহণ করা হয় এবং সেটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসে, তাহলে ঋণী কোম্পানির পক্ষ থেকে ব্যর্থতা ঘটে। এটিও প্রতিটি মামলার বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট তারিখে ঘটে। এবং তৃতীয় পরিস্থিতিতে, ট্রাইব্যুনালের "সন্তুষ্টির" জন্য প্রমাণ করতে হয় যে কোম্পানি তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম। এখানেও সূচনাবিন্দু হচ্ছে সেই তারিখ যেদিন ব্যর্থতা ঘটে, যার ফলে কোম্পানি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ে। এটিও প্রতিটি মামলার বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট তারিখ। অতএব, কোম্পানিসম্পর্কিত আইন, ১৯৫৬-এর অনুচ্ছেদ ৪৩৩(ঙ) পাঠ করলে এবং তা অনুচ্ছেদ ৪৩৪-এর সাথে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, অনুচ্ছেদ ৪৩৩(ঙ)-এর অধীনে দেউলিয়া কার্যধারার আবেদন দাখিলের জন্য সীমাবদ্ধতা গণনার সূচনাবিন্দু হবে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার তারিখ—যেটি অনুচ্ছেদ ৪৩৪-তে বর্ণিত তিনটি পরিস্থিতির যেকোনো একটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২৩) শ্রী কৌল কোম্পানিসংক্রান্ত আইন, ১৯৫৬-এর অনুচ্ছেদ ৪৩৩ ও ৪৩৪-এর অধীনে প্রণীত বেশ কিছু সুপরিচিত রায়ের উপর নির্ভর করেন। তিনি এম/এস মধুসূদন গোরধনদাস অ্যান্ড কো. বনাম মধু উলেন ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, (১৯৭১) ৩ এস সি সি ৬৩২ মামলার উপর নির্ভর করেন, যেখানে অনুচ্ছেদ ৪৩৩(ঙ)-এর অধীনে দায়েরকৃত একটি দেউলিয়া কার্যধারার আবেদনে হাইকোর্ট কোম্পানির দেউলিয়া ঘোষণা চেয়ে আবেদনকারীর দাবি খারিজ করে দেয়, কারণ তিনি কোম্পানির ঋণদাতা হিসেবে বিবেচিত হতে পারেননি। বর্তমান মামলার বিপরীতে, ঐ মামলার আবেদনকারী কোনো প্রকার বৈধ আইনি বিজ্ঞপ্তি দেননি, যা ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার অনুমান সৃষ্টি করতে পারত। এই প্রেক্ষাপটে, মাননীয় আদালত বলেন:

"২০) দুটি নীতিমালা সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, যদি ঋণটি প্রকৃতপক্ষে বিতর্কিত হয় এবং আত্মপক্ষ সমর্থনটি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে আদালত কোম্পানিকে দেউলিয়া ঘোষণা করবে না। আদালত একটি দেউলিয়া আবেদনের শুনানি খারিজ করেছে, যেখানে ঋণদাতা কোম্পানিকে পণ্য বিক্রির জন্য অর্থ দাবি করেছিল এবং কোম্পানি দাবি করেছিল যে, কোনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি এবং ঋণদাতা যে অর্থ দাবি করেছে তা অযৌক্তিক। (দেখুন লন্ডন অ্যান্ড প্যারিস ব্যাংকিং কর্পোরেশন [(১৮৭৪) এলআর ১৯ ইক্যু ৪৪৪]) আবার, একটি দেউলিয়া আবেদন খারিজ করা হয়েছে যেখানে ঋণদাতা কোম্পানির হয়ে সম্পন্নকৃত কাজের জন্য সম্মত অর্থ দাবি করেছিল, এবং কোম্পানি দাবি করেছিল যে কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়নি। (দেখুন রী: ব্রাইটন ক্লাব অ্যান্ড হরফোর্ড হোটেল কো. লিমিটেড [(১৮৬৫) ৩৫ বিউভ ২০৪])

২১) যেখানে ঋণ অস্বীকৃত নয়, সেখানে আদালত এমন আত্মপক্ষ সমর্থনের ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ নেবে না যে কোম্পানির ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য আছে কিন্তু সে ইচ্ছাকৃতভাবে ওই নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ করছে না। (দেখুন রী: এ কোম্পানি [৯৪ এসজে ৩৬৯]) তবে যেখানে কোম্পানির ঋণদাতার প্রতি ঋণ থাকা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, যা তাকে দেউলিয়া আদেশ পাওয়ার অধিকার দেয়, কিন্তু ঋণের নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক আছে, সেখানে আদালত ঋণদাতাকে নির্দিষ্ট অঙ্ক প্রমাণ করতে না বলেই দেউলিয়া আদেশ জারি করতে পারে। (দেখুন রী: টুইডস গ্যারেজেস লিমিটেড [১৯৬২ চ্যান্সারি ৪০৬]) আদালত যে নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে তা হলো—প্রথমত, কোম্পানির আত্মপক্ষ সমর্থন সৎ বিশ্বাসে ও তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া উচিত; দ্বিতীয়ত, আইনের দৃষ্টিতে সেই আত্মপক্ষ সমর্থন গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকা উচিত; এবং তৃতীয়ত, কোম্পানি সেই আত্মপক্ষ সমর্থনের ভিত্তিতে যে তথ্যের উপর নির্ভর করছে, তার প্রাথমিক প্রমাণ পেশ করতে হবে।"

এরপর আদালত বলেন যে, যেহেতু দেউলিয়া আদেশ জারি করা একটি বিবেচনাধীন বিষয়, তাই আদালত সাধারণত সকল ঋণদাতার মতামত বিবেচনা করবে, এবং যদি তারা কোম্পানিকে দেউলিয়া ঘোষণার বিপক্ষে থাকে, তবে আদালত তার বিবেচনা অনুসারে এমন আদেশ জারিতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। শ্রী কৌল যে অনুচ্ছেদটির উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন, তা হলো অনুচ্ছেদ ২৯, যেখানে আদালত বলেছেন:

"২৯) কোনো কোম্পানির মূল ভিত্তি বিলুপ্ত হয়েছে কি না তা নির্ধারণের সময়, কোম্পানির উদ্দেশ্য এবং এই বিষয়ে কোম্পানির বক্তব্য বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান মামলায় কোম্পানি দাবি করেছে যে বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তারা অন্য কোনো লাভজনক ব্যবসায় প্রবেশ করার পরিকল্পনা করেছিল। কেবলমাত্র এই কারণে যে কোম্পানির ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়েছে, তা কোম্পানির মূল ভিত্তিকে ধ্বংস করে না—যদি না এমনটি প্রমাণিত হয় যে ভবিষ্যতে লাভ করার কোনো যৌক্তিক সম্ভাবনা নেই এবং আদালত এমন সম্ভাবনা নেই বলে সিদ্ধান্ত দিতে অনিচ্ছুক। (দেখুন রী: সাবারবান হোটেল কো. [(১৮৬৭) ২ চ্যান্সারি আপিল ৭৩৭] এবং ডেভিস অ্যান্ড কো. বনাম ব্রান্সউইক (অস্ট্রেলিয়া) লিমিটেড [(১৯৩৬) ১ সমস্ত ইংল্যান্ড প্রতিবেদন ২৯৯])... কোম্পানি তার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করেনি। এমন কোনো অভিযোগ বা প্রমাণ নেই। বর্তমান মামলার বাস্তবতা ও পরিস্থিতিতে বলা যায় না যে কোম্পানির মূল ভিত্তি ধ্বংস হয়েছে। একইভাবে, এটি বলা যায় না যে কোম্পানি তার কোনো স্বীকৃত ঋণদাতার বকেয়া পরিশোধে অক্ষম। কোম্পানি আবেদনকারীদের বিতর্কিত দাবি আদালতে জমা দিয়েছে। কোম্পানি তার ব্যবসা পরিচালনা বন্ধ করেনি। অতএব, কোম্পানি যখন যে বকেয়া প্রাপ্য হবে, তখন তা পরিশোধ করবে। কোম্পানির ব্যবসার যথেষ্ট সম্ভাবনা ও সম্পদ রয়েছে।"

২৪) শ্রী কৌলের মতে, যখন তার মক্কেল সুনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের মামলা দায়ের করেন, তখন তিনি হাইকোর্টে দেউলিয়া কার্যধারার আবেদন করতে পারতেন না, কারণ ঐ তারিখে *লা-ফিন* (অর্থাৎ যাকে দেউলিয়া ঘোষণার জন্য টার্গেট করা হয়েছে) -কে বলা যেত না যে তার মূল ভিত্তি হারিয়ে গেছে। এই কারণেই তিনি ২০১৬ সালে দেউলিয়া আদালতের দ্বারস্থ হন, যখন *লা-ফিন*-এর সম্পদের পরিমাণ, যা ২০১৩ সালে ছিল ১০০০ কোটিরও বেশি, তা ২০১৬ সালে নেমে আসে মাত্র ২০০ কোটিতে।

২৫) এই রায় শ্রী কৌলের যুক্তিকে কোনোভাবেই এগিয়ে নিয়ে যায় না। দেউলিয়া কার্যধারার আবেদনের কোথাও এটি দাবি করা হয়নি যে যে কোম্পানিটিকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে চাওয়া হয়েছে, তার মূল ভিত্তি হারিয়ে গেছে—এই অর্থে যে ভবিষ্যতে লাভ করার কোনো যৌক্তিক সম্ভাবনা নেই; কিংবা এটি বলা যায় না যে কোম্পানি তার ব্যবসা পরিত্যাগ করেছে এবং তাই সে তার দায় পরিশোধে অক্ষম। বরং, এই রায় থেকে (বিশেষত অনুচ্ছেদ ২১) যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো—একটি কোম্পানি এই ধরনের যুক্তি দিতে পারে না যে, ঋণটি অস্বীকৃত নয়, তাদের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু তারা ঐ নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ করবে না।

একইভাবে, যেখানে একটি ঋণ স্পষ্টভাবে প্রাপ্য, কিন্তু ঋণের সঠিক পরিমাণ নিয়ে বিরোধ আছে, সেক্ষেত্রেও কোম্পানিকে তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম বলে গণ্য করা হবে। প্রতিটি মামলায় যা বিবেচ্য, তা হলো ঋণটি প্রকৃতপক্ষে বিতর্কিত কি না। যদি তা হয়, এবং এর বাইরে আর কিছু না থাকে, তাহলে দেউলিয়া কার্যধারার আবেদন খারিজ হয়ে যাবে। এই পর্যায়ে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। সীমাবদ্ধতা প্রয়োগের সূচনাবিন্দু হচ্ছে কোম্পানির ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা। নিঃসন্দেহে, এই সূচনাবিন্দু আসে যখন কোনো ডিফল্ট ঘটে, যার পরে ঋণ অনিষ্পন্ন থেকে যায় এবং পরিশোধ করা হয় না। কেবলমাত্র এই তারিখটিই দেউলিয়া কার্যধারার আবেদন দাখিলের জন্য সীমাবদ্ধতার সূচনাবিন্দু হিসেবে প্রাসঙ্গিক। যদিও এটি স্পষ্ট যে দেউলিয়া কার্যধারা একটি ''ইন রেম' কার্যধারা এবং এটি কোনো ঋণ আদায়ের কার্যধারা নয়, তথাপি দেউলিয়া আবেদনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার সূচনাবিন্দু হবে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার তারিখ। বাণিজ্যিক দেউলিয়াত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি অনুচ্ছেদ ৪৩৪(১)(গ) দ্বারা আবৃত মামলাগুলিতে উঠে আসে, যেখানে প্রথমে ঋণ প্রমাণ করতে হয়, তারপর আদালত অন্যান্য ঋণদাতাদের মতামত এবং কোম্পানির সামগ্রিক বাণিজ্যিক দেউলিয়াত্ব বিবেচনা করে। এই কারণেই, আদালত যখন দেউলিয়া আবেদনের গুণগত দিক শুনতে শুরু করে, তখনই এটি বিবেচনা করে কোম্পানি বাণিজ্যিকভাবে দেউলিয়া কি না। অনুচ্ছেদ ৪৩৩(ঙ)-এর অধীনে দাখিলকৃত আবেদনগুলির ক্ষেত্রে, সীমাবদ্ধতা শুরু হয় তখন, যখন ডিফল্ট ঘটে, কারণ তখনই ঋণ পরিশোধযোগ্য হয়ে ওঠে। এই কারণেই শ্রী কৌলের এই যুক্তি গ্রহণ করা কঠিন যে, সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্যে কার্যকারণ -এর মধ্যে কোম্পানির বাণিজ্যিক দেউলিয়াত্ব বা মূল ভিত্তি হারিয়ে যাওয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২৬) এরপর শ্রী কৌল যে পরবর্তী রায়ের উপর নির্ভর করেন তা হলো প্রদেশীয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইউ.পি. বনাম নর্থ ইন্ডিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড এবং আরেকজন, (১৯৯৪) ৩ এস সি সি ৩৪৮। এই মামলায় দেখা যায় যে ডালমিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ সালিশি কার্যধারার আশ্রয় নিয়েছিল, যেখানে দাবি করা অর্থ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ ছিল। শ্রী কৌল যে অনুচ্ছেদটির উপর জোর দেন তা নিচে দেওয়া হল:

"২৭) তাহলে 'অক্ষমতা' বলতে এই অনুচ্ছেদে যখন বলা হয় 'তার দেনা পরিশোধে অক্ষম', তখন তার অর্থ কী? এটি বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচ্য। অর্থাৎ, এটি বর্তমানে চলমান দাবিগুলি মেটাতে অক্ষম। উইলিয়াম জেমস, ভি.সি.-এর কথায় এটি হলো: 'পরিষ্কারভাবে এবং বাণিজ্যিকভাবে দেউলিয়া — অর্থাৎ, এর সম্পদ এবং বর্তমান দায়বদ্ধতা এমন অবস্থায় রয়েছে যাতে এটি যৌক্তিকভাবে নিশ্চিত করা যায় — যাতে আদালতের সন্তুষ্টি হয় — যে বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য সম্পদসমূহ বিদ্যমান দায়বদ্ধতা মেটানোর জন্য অপর্যাপ্ত হবে।'"

"(ইউরোপীয় লাইফ অ্যাসুরেন্স সোসাইটিতে, রি [এলআর (১৮৬৯) ৯ ইক্যু ১২২]; ভি. ভি. কৃষ্ণ আইয়ার অ্যান্ড সন্স বনাম নিউ এরা এমএফজি. কো. লিমিটেড [(১৯৬৫) ৩৫ কম্প্যাক্ট ক্যাস ৪১০: (১৯৬৫) ১ কম্প্যাক্ট এলজে১৭৯ (কের)])"

এই অংশটি কোম্পানিসংক্রান্ত আইন, ১৯৫৬-এর অনুচ্ছেদ ৪৩৩(ঙ)-এর অধীনে একটি আদেশ বিবেচনাধীন হওয়ার প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে, যার উল্লেখ আগের অনুচ্ছেদ ২৫-এ করা হয়েছে। উপর্যুক্তভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, দেউলিয়া আবেদনের গৃহীত পর্যায়ে বাণিজ্যিক দেউলিয়াত্ব সংক্রান্ত তথ্যগুলি উপস্থাপন ও প্রমাণ করতে হয়; সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্যে দেউলিয়া কার্যধারার সূচনাবিন্দু, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে, তা হলো ডিফল্ট সংঘটিত হওয়ার তারিখ।

২৭) এরপর শ্রী কৌল মেডিকুইপ সিস্টেমস (পি) লিমিটেড বনাম প্রোক্সিমা মেডিক্যাল সিস্টেম জিএমবিএইচ, (২০০৫) ৭ এস সি সি ৪২ মামলার উপর নির্ভর করেন, বিশেষত অনুচ্ছেদ ১৮ ও ২৩-এর উপর, যেখানে নিম্নরূপ বলা হয়েছে:

"১৮) এই আদালত বহু সিদ্ধান্তে এই মর্মে রায় দিয়েছে যে, কোম্পানিসংক্রান্ত আইন, ১৯৫৬-এর অনুচ্ছেদ ৪৩৩(ঙ)-এর অধীনে কোনো আদেশ বিবেচনাধীন সেখানে অবশ্যই একটি প্রাপ্য ঋণ থাকতে হবে এবং কোম্পানির সেই ঋণ পরিশোধে অক্ষম হতে হবে। এই অনুচ্ছেদের অধীনে ঋণ বলতে বোঝানো হয় একটি নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট অর্থের পরিমাণ যা অবিলম্বে বা ভবিষ্যতে প্রদানযোগ্য এবং "তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম"—এই বাক্যে ব্যবহৃত অক্ষমতা অর্থ বাণিজ্যিক অর্থে গৃহীত হওয়া উচিত, এবং দেউলিয়া কার্যধারার প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র কোম্পানির নিকট প্রাপ্য অর্থ আদায়ের একটি উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেওয়া হবে না।

xxx xxx xxx

২৩) বোম্বে হাইকোর্ট সফটসুল (প্রা.) লিমিটেড, রী: [(১৯৭৭) ৪৭ কোম্পানি মামলা ৪৩৮ (বোম্বে)] মামলায় নিম্নলিখিত নীতিসমূহ নির্ধারণ করেছে : (কোম্পানি মামলা পৃষ্ঠা ৪৪৩-৪৪৪):

প্রথমত, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, দেউলিয়া কার্যধারা একটি বৈধ মাধ্যম নয়, যদি কোনো ঋণ কোম্পানির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বিতর্কিত হয়, সেই ঋণ আদায়ের জন্য এই প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য নয়। যদি ঋণ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিতে বিতর্কিত না হয়, তাহলে আদালত/ট্রাইব্যুনাল আবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং আদেশ প্রদান করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যদি ঋণটি প্রকৃতপক্ষে বিতর্কিত হয়, তাহলে কোম্পানিসংক্রান্ত আইন, ১৯৫৬-এর অনুচ্ছেদ ৪৩৩(১)(ক)-এর অর্থে "পরিশোধে অবহেলা" (neglect to pay) বলা যাবে না। যদি "অবহেলা" না থাকে, তাহলে অনুমানমূলক বিধানটি কার্যকর হবে না এবং কোম্পানি তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম—এই মর্মে দেউলিয়া কার্যধারা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

তৃতীয়ত, ঋণ পরিশোধের দায় সম্পর্কে যে ঋণ দেউলিয়া বিজ্ঞপ্তি জারির সময় একটি সৎ বিবাদ রয়েছে, তা ধারা ৪৩৪ (১) (ক)-এর অর্থের মধ্যে "প্রাপ্য" নয় এবং এই ধরনের সৎ বিতর্কিত ঋণের পরিমাণ পরিশোধ না করাকে "পরিশোধে অবহেলা" বলা যেতে পারে না যাতে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৪ (১) (ক)-এর সঙ্গে ৪৩৩ (ঙ)-এর অধীনে দায়ভার বহন করা যায়।

চতুর্থত, কোম্পানিটি তার ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম কিনা তা নির্ধারণের জন্য একটি বিবেচনার বিষয় হল কোম্পানিটি তার দায়বদ্ধতাগুলি পূরণ করতে সক্ষম কিনা এবং যখন সেগুলি বকেয়া জমা হয়। এটি বাণিজ্যিকভাবে দ্রাবক কিনা তার অর্থ হল যে কোম্পানিটি তার দায়বদ্ধতাগুলি পূরণ করার মতো অবস্থানে থাকা উচিত এবং যখন সেগুলি উত্থাপিত হবে।

২৮) উপরের রায়ের ২৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বম্বে হাইকোর্টের রায়ে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ৪৩৩ (ক) ধারার অধীনে দায়ের করা অবসানের আবেদনের আইনটি সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষাটি ১ অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে, যা হল যে একটি অবসানের আবেদন কোনও ঋণ পরিশোধ কার্যকর করার বৈধ উপায় নয়, যা কোম্পানির দ্বারা সত্যিকারের বিতর্কিত। এই ধরনের বিরোধের অনুপস্থিতিতে, আবেদনটি গ্রহণ করা যেতে পারে। একইভাবে, যেখানে ঋণটি সত্যিকারের বিতর্কিত, সেখানে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৪ (১) (ক)-এর অর্থের মধ্যে 'পরিশোধ করতে অবহেলা' করা যাবে না যাতে বিবেচিত বিধান কার্যকর না হয়। এছাড়াও, যে মুহূর্তে একটি সৎ বিরোধ হয়, তখন ঋণ 'বকেয়া' থাকে না। হাইকোর্টও সঠিকভাবে উপলব্ধি করে যে সংস্থাটি বাণিজ্যিকভাবে দ্রাবক কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য একটি বিবেচনার বিষয় যে সংস্থাটি তার ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম কিনা।

২৯) এমনকি এই মামলার বাস্তব পরিস্থিতিতেও, দেউলিয়া কার্যধারার আবেদনে বলা হয়েছে যে, ৭ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে উত্তরদাতা কোম্পানিকে একটি চূড়ান্ত দাবি জানানো হয়, যাতে বলা হয় যে উত্তরদাতা কোম্পানি প্রতিশ্রুতি পত্রের শর্তাবলী অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শেয়ার ক্রয় করতে আইনগতভাবে বাধ্য। সর্বশেষ এই তারিখেই অনুচ্ছেদ ৪৩৩(ঙ)-এর অধীনে একটি আবেদন দাখিলের কার্যকারণ নিশ্চিতভাবে উদ্ভূত হয়। এছাড়াও, যেমনটি যথার্থভাবে ড. সিংভি উল্লেখ করেছেন, ৩ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রদত্ত বৈধ আইনি বিজ্ঞপ্তিতে *লা-ফিন*-এর বাণিজ্যিক দেউলিয়াত্ব সংক্রান্ত কোনো তথ্যের উল্লেখ নেই। উক্ত বৈধ বিজ্ঞপ্তিতে কেবলমাত্র পূর্বে, ডিসেম্বর ২০১৩ সালে সংঘটিত মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং ই.ও.ডব্লিউ কর্তৃক সম্পত্তি জব্দ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সত্যতা অনুসারে, অতএব, শ্রী কৌল আমাদের সামনে যে আইনগত যুক্তিগুলি উত্থাপন করেছেন, সেগুলোর পক্ষে কোনো বাস্তব ভিত্তি স্থাপিত হয়নি।

৩০) আবেদনপত্রের সমাপ্তির যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত লা-ফিনের সম্পদের মূল্য প্রায় ২০০ কোটি টাকা কমে যাওয়া, যা আবার ৩ শতাংশ নভেম্বর, ২০১৫-এর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, যে তারিখে সংবিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি নিজেই জারি করা হয়েছিল। এটি আবার শুধুমাত্র আদালতের একজন কর্মকর্তাকে অফিসিয়াল লিকুইডেটর হিসাবে নিয়োগের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যাতে প্রতিদিনের বিষয়গুলি পরিচালনা করা যায় এবং অন্যথায় উত্তরদাতা সংস্থার সম্পদ সুরক্ষিত ও সুরক্ষিত থাকে। আবেদনে কোনও প্রমাণ নেই যে এই বা অন্যান্য তথ্যের জন্য ধন্যবাদ, কোম্পানির সাবস্ট্রেটম অদৃশ্য হয়ে গেছে, বা কোম্পানি অন্যথায় বাণিজ্যিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে। অতএব এটা স্পষ্ট যে, এমনকি তথ্যের ভিত্তিতেও, কোম্পানির সাবস্ট্রেটম অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বা কোম্পানির বাণিজ্যিক দেউলিয়া হওয়ার আবেদন করা হয়নি। যেখানে, ফর্ম-১-এ, এন. সি. এল. টি-তে অবসান প্রক্রিয়া হস্তান্তর করার পরে, যা সঠিকভাবে বলা হয়েছে তা হল ডিফল্টের তারিখ ১৯ আগস্ট, ২০১২; এটি স্পষ্ট করে যে সেই তারিখ থেকে তিন বছর অনেক আগে কেটে গেছে যখন ধারা ৪৩৩ (ঙ)-এর অধীনে ২১ এ অক্টোবর, ২০১৬-এ অবসান আবেদনদায়ের করা হয়েছিল।

৩১) অতএব, আমরা দেওয়ানি আপিল (২০১৯-এর ডায়েরি নম্বর ১৬,৫২১) অনুমোদন করি এবং ২০১৯-এর রিট পিটিশন(দেওয়ানি) নিষ্পত্তি করি এই বলে যে, ২১ অক্টোবর, ২০১৬-এ দায়ের করা 'অবসান আবেদন' সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তিন বছরের সময়কালের বাইরে, এবং তাই আর অগ্রসর হতে পারে না। তদনুসারে, এন. সি. এল. এ. টি-র বিতর্কিত রায় এবং এন. সি. এল. টি-র রায় বাতিল করা হয়েছে।

এসএলপি (সি) (২০১৯-এর ডায়েরি নং.১৩৪৬৮) এবং টিপি। (সি) ২০১৯-এর নং.৮১৭

৩২) উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৯-এর বিশেষ অনুমতির আবেদন (২০১৯-এর ডায়েরি নং.১৩৪৬৮) এবং স্থানান্তর আবেদন (দেউয়ানি) নং.৮১৭-এর ধারণা করা পর্যন্ত কিছুই অবশিষ্ট নেই এবং সেই অনুযায়ী সেগুলি নিষ্ফল হয়ে গেছে বলে নিষ্পত্তি করা হয়।

নিধি জৈন **বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal